সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০২৩
বিজয়ীদের তথ্য বিশ্লেষণ ও নির্বাচন মূল্যায়ন বিষয়ক
সংবাদ সম্মেলন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৯ জুলাই ২০২৩)

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, বিগত গত ২৫ মে ২০২৩-এ গাজীপুর; ১২ জুন ২০২৩-এ খুলনা ও বরিশাল এবং ২১ জুন সিলেট ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। রাজনৈতিক দলভিত্তিক এই নির্বাচন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল বর্জন করে। পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে চারটিতে ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও জাকের পার্টি অংশগ্রহণ করে। গণফ্রন্ট অংশ নেয় শুধুমাত্র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নেয়। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ব্যতীত সকল সিটিতেই এক বা একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী মেয়র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উল্লেখ্য, প্রার্থীতা থাকলেও বরিশালে মেয়র প্রার্থীর ওপর হামলার প্রতিবাদে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সিলেট ও রাজশাহী সিটির নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়।

এই নির্বাচনে ৫৭টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত **গাজীপুর** সিটি কর্পোরেশনের ভোটার ছিল ১১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪৭৬ জন (পুরুষ ৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৬২ জন, নারী ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬৯৬ জন ৩ তৃতীয় লিঙ্গ/হিজড়া ১৮ জন); ৩১টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত **খুলনা** সিটি কর্পোরেশনের ভোটার ছিল ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫২৯ জন (পুরুষ ভোটার ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৩৩ জন ও নারী ভোটার ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৯৬ জন); ৩০টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত **বরিশাল** সিটি কর্পোরেশনের মোট ভোটার ছিল ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ২৯৮ জন (পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৮৯ জন ও নারী ভোটার ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮০৯ জন); ৪২টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত **সিলেট** সিটি কর্পোরেশনের মোট ভোটার ছিল ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৫৩ জন (পুরুষ ভোটার ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৬০ জন, নারী ভোটার ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৮৭ জন ও তৃতীয় লিঙ্গ/হিজড়া ভোটার ৬ জন) এবং ৩০টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত **রাজশাহী** সিটি কর্পোরেশনের মোট ভোটার ছিল ৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৯৮২ জন (পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ৭১ হাজার ১৬৭ জন, নারী ভোটার ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৮০৯ জন ও তৃতীয় লিঙ্গ/হিজড়া ভোটার ৬ জন)।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে ৮ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ২৪৭ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৭৯ জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ৩৩৪ জন; **খুলনা** সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে ৫ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৩৬ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন; অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ১৮০ জন; **বরিশাল** সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১১৯ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৪২ জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ১৬৮ জন; **সিলেট** কর্পোরেশনের মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ২৭৩ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৮৭ জন; অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ৩৬৭ জন এবং **রাজশাহী** সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে ৪ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১১২ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৪৬ জন; অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ১৬২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। **৫টি** সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে ৩১ জন, ১৯০টি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৮৮৭ জন ও ৬৩টি সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ২৯৩ জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ১২১১ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নৌকা প্রতীক নিয়ে এডভোকেট মোঃ আজমত উল্লা খান, জাতীয় পার্টি থেকে লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে এম এম নিয়াজ উদ্দিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে হাতপাখা প্রতীক নিয়ে গাজী আতাউর রহমান, জাকের পার্টি থেকে গোলাপ ফুল প্রতীক মোঃ রাজু আহমেদ, গণফ্রন্ট থেকে মাছ প্রতীক নিয়ে আতিকুল ইসলাম এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে হরিণ প্রতীক নিয়ে মোঃ হারুন-অর-রশীদ, হাতী প্রতীক নিয়ে সরকার শাহনূর ইসলাম এবং টেবিল ঘড়ি প্রতীক নিয়ে জায়দা খাতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নৌকা প্রতীক নিয়ে তালুকদার আব্দুল খালেক, জাতীয় পার্টি থেকে লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে মোঃ শফিকুল ইসলাম মধু, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে হাতপাখা প্রতীক নিয়ে মোঃ আঃ আউয়াল, জাকের পার্টি থেকে গোলাপ ফুল প্রতীক নিয়ে এস এম সাব্বির হোসেন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে টেবিল ঘড়ি প্রতীক নিয়ে এস এম শফিকুর রহমান।

ররিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নৌকা প্রতীক নিয়ে আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ, জাতীয় পার্টি থেকে লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে মোঃ ইকবাল হোসেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে হাতপাখা প্রতীক নিয়ে মুফতী সৈয়দ মোঃ ফয়জুল করিম, জাকের পার্টি থেকে গোলাপ ফুল প্রতীক নিয়ে মিজানুর রহমান বাচ্চু এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে হরিণ প্রতীক নিয়ে মোঃ আলী হোসেন হাওলাদার, হাতি প্রতীক নিয়ে মোঃ আসাদুজ্জামান এবং টেবিল ঘড়ি নিয়ে মোঃ কামরুল আহসান।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নৌকা প্রতীক নিয়ে মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, জাতীয় পার্টি থেকে লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে মোঃ নজরুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে হাতপাখা প্রতীক নিয়ে মাহমুদুল হাসান, জাকের পার্টি থেকে গোলাপ ফুল প্রতীক নিয়ে জহিরুল আলম এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বাস প্রতীক নিয়ে মোঃ শাহ জাহান মিয়া, হরিণ প্রতীক নিয়ে মোঃ আব্দুল হানিফ কুটু ও ক্রিকেট ব্যাট প্রতীক নিয়ে মোঃ ছালাহ উদ্দিন রিমন।

রাজশাহী নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নৌকা প্রতীক নিয়ে এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, জাতীয় পার্টি থেকে লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে মোঃ সাইফুল ইসলাম স্বপন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে হাতপাখা প্রতীক নিয়ে মোঃ মুরশিদ আলম এবং জাকের পার্টি থেকে গোলাপ ফুল প্রতীক নিয়ে মোঃ লতিফ আনোয়ার।

পাঁচ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে যে ৭ ধরনের তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছিলেন, আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে তার বিশ্লেষণ সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনগণের কাছে তুলে ধরেছি। আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমরা ৫টি সিটির নবনির্বাচিত ৫ জন মেয়র, ১৯০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং ৬৩ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর অর্থাৎ সর্বমোট ২৫৮ জন জনপ্রতিনিধিদের তথ্যের বিশ্লেষণসহ নির্বাচনের মূল্যায়ন তুলে ধরছি।

মূলত আমরা ভোটারদের কাছে তুলে ধরতে চাই যে, তাঁরা কী ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা এই বিশ্লেষণ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন; যা ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা

১.১ নবনির্বাচিত মেয়রদের শিক্ষাগত যোগ্যতা:

সিটি কর্পোরেশন	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	সর্বমোট
গাজীপুর	১ ১০০%	০	০	০	০	০	১ ১০০%
খুলনা	০	০	০	১ ১০০%	০	০	১ ১০০%
বরিশাল	১ ১০০%	০	০	০	০	০	১ ১০০%
সিলেট	০	০	০	১ ১০০%	০	০	১ ১০০%
রাজশাহী	০	০	০	১ ১০০%	০	০	১ ১০০%
সর্বমোট	২ ৪০%	০	০	৩ ৬০%	০	০	৫ ১০০%

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫ জন মেয়রের মধ্যে ৩ জনের (৬০%) স্নাতক এবং অবশিষ্ট ২ জনের (৪০%) প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই।
- স্নাতক সম্পন্ন করা মেয়রগণ হলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক (বি এ), সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী (বি এ-অনার্স) এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন (বি এ-অনার্স; এল এল বি)। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জায়েদা খাতুন এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘরে উল্লেখ করেছেন 'স্বশিক্ষিত'।

১.২ নবনির্বাচিত সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের শিক্ষাগত যোগ্যতা:

সিটি কর্পোরেশন	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	সর্বমোট
গাজীপুর	১১	১৪	১৮	১১	৩	০	৫৭
	১৯.৩০%	২৪.৫৬%	৩১.৫৮%	১৯.৩০%	৫.২৬%	০.০০%	১০০%

খুলনা	৪	৮	৯	৭	৩	০	৩১
	১২.৯০%	২৫.৮১%	২৯.০৩%	২২.৫৮%	৯.৬৮%	০.০০%	১০০%
বরিশাল	৬	৬	৯	৪	৫	০	৩০
	২০.০০%	২০.০০%	৩০.০০%	১৩.৩৩%	১৬.৬৭%	০.০০%	১০০%
সিলেট	১৭	৭	৫	৯	৩	১	৪২
	৪০.৪৮%	১৬.৬৭%	১১.৯০%	২১.৪৩%	৭.১৪%	২.৩৮%	১০০%
রাজশাহী	৮	৬	৫	৯	২	০	৩০
	২৬.৬৭%	২০.০০%	১৬.৬৭%	৩০.০০%	৬.৬৭%	০.০০%	১০০%
সর্বমোট	**৪৬ ২৪.২১%**	**৪১ ২১.৫৮%**	**৪৬ ২৪.২১%**	**৪০ ২১.০৫%**	**১৬ ৮.৪২%**	**১ ০.৫৩%**	**১৯০ ১০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জনের (৫.২৬%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ১১ জনের (১৯.৩০%) স্নাতক, ১৮ জনের (৩১.৫৮%) এইচ এস সি, ১৪ জনের (২৪.৫৬%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ১১ জনের (১৯.৩০%) এস এস সি'র নিচে। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ২৪.৫৬% (১৪ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৪৩.৮৬% (২৫ জন)।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩১ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জনের (৯.৬৮%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৭ জনের (২২.১৮%) স্নাতক, ৯ জনের (৩০%) এইচ এস সি, ৮ জনের (২৫.৮১%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ৪ জনের (১২.৯০%) এস এস সি'র নিচে। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ৩২.২৬% (১০ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৩৮.৭১% (১২ জন)।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জনের (৯.৬৮%) শিক্ষাগত যোগ্যতা (১৬.৬৭%) স্নাতকোত্তর, ৪ জনের (১৩.৩৩%) স্নাতক, ৯ জনের (৩০%) এইচ এস সি, ৬ জনের (২০%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ৬ জনের (২০%) এস এস সি'র নিচে। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ২০% (৯ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৪০% (১২ জন)।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জনের (৭.১৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৯ জনের (২১.৪৩%) স্নাতক, ৫ জনের (১১.৯০%) এইচ এস সি, ৭ জনের (১৬.৬৭%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ১৭ জনের (৪০.৪৮%) এস এস সি'র নিচে। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ২৮.৫৭% (১২ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৫৯.৫২% (২৫ জন)। উল্লেখ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ না করা ১ জনকে স্বল্প শিক্ষিতের মধ্যে ধরা হয়েছে।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জনের (৬.৬৭%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৯ জনের (৩০%) স্নাতক, ৫ জনের (১৬.৬৭%) এইচ এস সি, ৬ জনের (২০%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ৮ জনের (২৬.৬৭%) এস এস সি'র নিচে। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ৩৬.৬৭% (১১ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৪৬.৬৭% (১৪ জন)।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১৬ জনের (২৪.২১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৪০ জনের (২১.০৫%), ৪৬ জনের (২৪.২১%) এইচ এস সি, ৪১ জনের (২১.৫৮%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ৪৬ জনের (২৪.২১%) এস এস সি'র নিচে। উল্লেখ্য, একজন (০.৫৩%) কাউন্সিলর শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ২৯.৪৭% (৫৬ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৪৬.৩১% (৮৮ জন)। উল্লেখ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ না করা ১ জনকে স্বল্প শিক্ষিতের মধ্যে ধরা হয়েছে।

১.৩ নবনির্বাচিত সংরক্ষিত ওয়ার্ড (নারী) কাউন্সিলরদের শিক্ষাগত যোগ্যতা:

সিটি কর্পোরেশন	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	সর্বমোট
গাজীপুর	৬	০	৪	৪	৫	০	১৯
	৩১.৫৮%	০.০০%	২১.০৫%	২১.০৫%	২৬.৩২%	০.০০%	১০০.০০%
খুলনা	৪	১	১	৪	০	০	১০
	৪০%	১০%	১০%	৪০%	০.০০%	০.০০%	১০০%

বরিশাল	৪	২	০	৩	০	১	১০
	৪০%	২০%	০.০০%	৩০%	০.০০%	১০%	১০০%
সিলেট	৬	৪	১	২	১	০	১৪
	৪২.৮৫%	২৮.৫৭%	৭.১৪%	১৪.২৮%	৭.১৪%	০.০০%	১০০%
রাজশাহী	৫	১	২	১	১	০	১০
	৫০%	১০%	২০%	১০%	১০%	০.০০%	১০০%
সর্বমোট	**২৫ ৩৯.৬৮%**	**৮ ১২.৭০%**	**৮ ১২.৭০%**	**১৪ ২২.২২%**	**৭ ১১.১১%**	**১ ১.৫৯%**	**৬৩ ১০০.০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জনের (২৬.৩২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৪ জনের (২১.০৫%) স্নাতক, ৪ জনের (২১.০৫%) এইচ এস সি এবং অবশিষ্ট ৬ জনের (৩১.৫৮%) এস এস সি'র নিচে। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ৪৭.৩৭% (৯ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৫১.৫৮% (৬ জন)।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জনের (৪০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক, ১ জনের (১০%) এইচ এস সি, ১ জনের (১০%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ৪ জনের (৪০%) এস এস সি'র নিচে। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ৪০% (৪ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৫০% (৫ জন)।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জনের (৩০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক, ২ জনের (২০%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ৪ জনের (৪০%) এস এস সি'র নিচে। উল্লেখ্য, একজন (১০%) কাউন্সিলর শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ৩০% (৩ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৭০% (৭ জন)। উল্লেখ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ না করা ১ জনকে স্বল্প শিক্ষিতের মধ্যে ধরা হয়েছে।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৪ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জনের (৭.১৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ২ জনের (১৪.২৮%) স্নাতক, ১ জনের (৭.১৪%) এইচ এস সি, ৪ জনের (২৮.৫৭%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ৬ জনের (৪২.৮৫%) এস এস সি'র নিচে। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ২১.৪২% (৩ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৭১.৪৩% (১০ জন)।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জনের (১০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ১ জনের (১০%) স্নাতক, ২ জনের (২০%) এইচ এস সি, ১ জনের (১০%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ৫ জনের (৫০%) এস এস সি'র নিচে। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ২০% (২ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৫০% (৫ জন)।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৬৩ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জনের (১১.১১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ১৪ জনের (২২.২২%), ৮ জনের (১২.৭০%) এইচ এস সি, ৮ জনের (১২.৭০%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ২৫ জনের (৩৯.৬৮%) এস এস সি'র নিচে। উল্লেখ্য, একজন (১.৫৯%) কাউন্সিলর শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ৩৩.৩৩% (২১ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৫৩.৯৭% (৩৪ জন)। উল্লেখ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ না করা ১ জনকে স্বল্প শিক্ষিতের মধ্যে ধরা হয়েছে।

১.৪ নবনির্বাচিত সকল জনপ্রতিনিধির শিক্ষাগত যোগ্যতা:

সিটি কর্পোরেশন	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	সর্বমোট
গাজীপুর	১৮	১৪	২২	১৫	৮	০	৭৭
	২৩.৩৮%	১৮.১৮%	২৮.৫৭%	১৯.৪৮%	১০.৩৯%	০.০০%	১০০%
খুলনা	৮	৯	১০	১২	৩	০	৪২
	১৯.০৫%	২১.৪৩%	২৩.৮১%	২৮.৫৭%	৭.১৪%	০.০০%	১০০%
বরিশাল	১১	৮	৯	৭	৫	১	৪১
	২৬.৮৩%	১৯.৫১%	২১.৯৫%	১৭.০৭%	১২.২০%	২.৪৪%	১০০%

সিলেট	২৩	১১	৬	১২	৪	১	৫৭
	৪০.৩৫%	১৯.৩০%	১০.৫৩%	২১.০৫%	৭.০২%	১.৭৫%	১০০%
রাজশাহী	১৩	৭	৭	১১	৩	০	৪১
	৩১.৭১%	১৭.০৭%	১৭.০৭%	২৬.৮৩%	৭.৩২%	০.০০%	১০০%
সর্বমোট	**৭৩** **২৮.২৯%**	**৪৯** **১৮.৯৯%**	**৫৪** **২০.৯৩%**	**৫৭** **২২.০৯%**	**২৩** **৮.৯১%**	**২** **০.৭৮%**	**২৫৮** **১০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৮ জনের (১০.৩৯%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ১৫ জনের (১৯.৪৮%) স্নাতক, ২২ জনের (২৮.৫৭%) এইচ এস সি, ১৪ জনের (১৮.১৮%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ১৮ জনের (২৩.৩৮%) এস এস সি'র নিচে। নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ২৯.৮৭% (২৩ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৪১.৫৬% (৩২ জন)।

  গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ২৮.৮৩% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা ২৯.৮৭% এবং স্বল্প শিক্ষিতের হার ৫৫.৫৫% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা ৪১.৫৬%। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করার হার প্রার্থীদের মধ্যে ৪০.৫৫% থাকলেও, বিজয়ীদের মধ্যে ২৩.৩৮%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বিজয়ীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বল্প শিক্ষিত ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করাদের হার অনেক হ্রাস পেয়েছে। প্রবণতাটি ইতিবাচক।**

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩ জনের (৭.১৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ১২ জনের (২৮.৫৭%) স্নাতক, ১০ জনের (২৩.৮১%) এইচ এস সি, ৯ জনের (২১.৪৩%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ৮ জনের (১৯.০৫%) এস এস সি'র নিচে। নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ৩৫.৭১% (১৫ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৪০.৪৭% (১৭ জন)।

  খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ৩২.৪০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা ৩৫.৭১% এবং স্বল্প শিক্ষিতের হার ৪৫.২৫% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা ৪০.৪৭%। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করার হার প্রার্থীদের মধ্যে ২৯.৬০% থাকলেও, বিজয়ীদের মধ্যে ১৯.০৫%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বিজয়ীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বল্প শিক্ষিত ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করাদের হার হ্রাস পেয়েছে। প্রবণতাটি ইতিবাচক।**

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫ জনের (১২.২০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৭ জনের (১৭.০৭%) স্নাতক, ৯ জনের (২১.৯৫%) এইচ এস সি, ৮ জনের (১৯.৫১%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ১১ জনের (২৬.৮৩%) এস এস সি'র নিচে। একজন (২.৪৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি। নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ২৯.২৭% (১২ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৪৮.৭৮% (২০ জন)।

  বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ৩৪.১৩% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা ২৯.২৭% এবং স্বল্প শিক্ষিতের হার ৪৬.৭০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা ৪৮.৭৮%। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করার হার প্রার্থীদের মধ্যে ২৯.৩৪% থাকলেও, বিজয়ীদের মধ্যে ২৯.২৬%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বিজয়ীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হ্রাস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বল্প শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করাদের হার একই রকম আছে। প্রবণতাটি অত্যন্ত নেতিবাচক।**

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৪ জনের (৭.০২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ১২ জনের (২১.০৫%) স্নাতক, ৬ জনের (১০.৫৩%) এইচ এস সি, ১১ জনের (১৯.৩০%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ২৩ জনের (৪০.৩৫%) এস এস সি'র নিচে। ১ জন (১.৭৫%) শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি। নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ২৮.০৭% (১৬ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৬১.৪০% (৩৫ জন)। উল্লেখ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ না করা ১ জনকে স্বল্প শিক্ষিতের মধ্যে ধরা হয়েছে।

  সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ২১.০৩% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা ২৮.০৭% এবং স্বল্প শিক্ষিতের হার ৬৯.৬৭% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা ৬১.৪০%। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করার হার প্রার্থীদের মধ্যে ৫৫.১৯% থাকলেও, বিজয়ীদের মধ্যে ৪২.১০%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বিজয়ীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বল্প শিক্ষিত ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করাদের হার হ্রাস পেয়েছে। প্রবণতাটি ইতিবাচক।**

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩ জনের (৭.৩২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ১১ জনের (২৬.৮৩%) স্নাতক, ৭ জনের (১৬.৬৭%) এইচ এস সি, ৭ জনের (১৭.০৭%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ১৩ জনের (১৭.০৭%) এস এস

সি'র নিচে। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ৩৪.১৪% (১৪ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৪৮.৭৮% (২০ জন)।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ২৯.৬৩% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা ৩৪.১৪% এবং স্বল্প শিক্ষিতের হার ৫২.৪৭% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা ৪৮.৭৮%। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করার হার প্রার্থীদের মধ্যে ৩৪.৫৭% থাকলেও, বিজয়ীদের মধ্যে ৩১.৭১%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বিজয়ীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বল্প শিক্ষিত ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করাদের হার অনেক হ্রাস পেয়েছে। প্রবণতাটি ইতিবাচক।**

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ২৫৮ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৩ জনের (৮.৯১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৫৭ জনের (২২.০৯%), ৫৪ জনের (২০.৯৩%) এইচ এস সি, ৪৯ জনের (১৮.৯৯%) এস এস সি এবং অবশিষ্ট ৭৩ জনের (২৮.২৯%) এস এস সি'র নিচে। উল্লেখ্য, ২ জন (০.৭৮%) কাউন্সিলর শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি। নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ৩১% (৮০ জন) এবং স্বল্প শিক্ষিতের (এস এস সি ও তার কম) হার ৪৮.০৬% (১২৪ জন)। উল্লেখ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ না করা ২ জনকে স্বল্প শিক্ষিতের মধ্যে ধরা হয়েছে।

  ৫টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার ২৭.৮৩% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা ৩৪১% এবং স্বল্প শিক্ষিতের হার ৫৬.২৫% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা ৪৮.০৬%। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করার হার প্রার্থীদের মধ্যে ৪০.৫৯% থাকলেও, বিজয়ীদের মধ্যে ২৯.০৬%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বিজয়ীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বল্প শিক্ষিত ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করাদের হার অনেক হ্রাস পেয়েছে। প্রবণতাটি ইতিবাচক।**

- সিটি কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, জনপ্রতিনিধিদের উচ্চ শিক্ষিতের হার সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত ক্রমানুসারে খুলনা ৩৫.৭১%, রাজশাহী ৩৪.১৪%, গাজীপুর ২৯.৮৭%, বরিশাল ২৯.২৭% এবং সিলেট ২৮.০৭%। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম না করাদের হার সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত খুলনা ১৯.০৫%, গাজীপুর ২৩.৩৮%, বরিশাল ২৯.২৬% রাজশাহী ৩১.৭১%, এবং সিলেট ৪২.১০%। এক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং সবচেয়ে পিছিয়ে আছে সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

২. পেশা

২.১ নবনির্বাচিত মেয়রদের পেশাঃ

সিটি কর্পোরেশন	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	সর্বমোট
গাজীপুর	০	১ ১০০%	০	০	০	০	১ ১০০%
খুলনা	০	১ ১০০%	০	০	০	০	১ ১০০%
বরিশাল	০	১ ১০০%	০	০	০	০	১ ১০০%
সিলেট	০	১ ১০০%	০	০	০	০	১ ১০০%
রাজশাহী	০	০	০	১ ১০০%	০	০	১ ১০০%
সর্বমোট	**০**	**৪ ৮০%**	**০**	**১ ১০০%**	**০**	**০**	**৫ ১০০%**

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫ জন মেয়রের মধ্যে ৪ জনের (৮০%) পেশা ব্যবসা। অবশিষ্ট একজন আইনজীবী।

- ব্যবসায়ী মেয়রগণ হলেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জায়েদা খাতুন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন একজন আইনজীবী। উল্লেখ্য, এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন পেশার ঘরে আইনজীবী উল্লেখ করলেও, আইন পেশা থেকে তাঁর কোনো আয় নেই। তাঁর আয়ের খাতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি বছরে সর্বোচ্চ ২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা আয় করেন ব্যবস্যা (মৎস চাষ) থেকে। ব্যবসা খাত থেকে তাঁর নিজের এবং নির্ভরশীলদের আয় ৫ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।

২.২ নবনির্বাচিত সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের পেশাঃ

সিটি কর্পোরেশন	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট
গাজীপুর	৩	৪৮	০	০	০	১	৫	৫৭
	৫.২৬%	৮৪.২১%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১.৭৫%	৮.৭৭%	১০০%
খুলনা	৩	২৬	১	০	০	১	০	৩১
	৯.৬৮%	৮৩.৮৭%	৩.২৩%	০.০০%	০.০০%	৩.২৩%		১০০%
বরিশাল	২	২৫	১	১	০	১	০	৩০
	৬.৬৭%	৮৩.৩৩%	৩.৩৩%	৩.৩৩%	০.০০%	৩.৩৩%		১০০%
সিলেট	৩	৩৩	১	১	০	২	২	৪২
	৭.১৪%	৭৮.৫৭%	২.৩৮%	২.৩৮%	০.০০%	৪.৭৬%	৪.৭৬%	১০০%
রাজশাহী	১	২৬	১	১	০	১	০	৩০
	৩.৩৩%	৮৬.৬৭%	৩.৩৩%	৩.৩৩%	০.০০%	৩.৩৩%		১০০%
সর্বমোট	**১২**	**১৫৮**	**৪**	**৩**	**০**	**৬**	**৭**	**১৯০**
	৬.৩২%	**৮৩.১৬%**	**২.১১%**	**১.৫৮%**	**০.০০%**	**৩.১৬%**	**৩.৬৮%**	**১০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৪৮ জনের (৮৪.২১%) পেশা ব্যবসা ও ৩ জনের (৫.২৬%) কৃষি। ৫ জন (৮.৭৭%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩১ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ২৬ জনের (৮৩.৮৭%) পেশা ব্যবসা ও ৩ জনের (৯.৬৮%) কৃষি।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ২৫ জনের (৮৩.৩৩%) পেশা ব্যবসা ও ২ জনের (৬.৬৭%) কৃষি। ১ জন (৩.৩৩%) কাউন্সিলর আইনজীবী।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৩৩ জনের (৭৮.৫৭%) পেশা ব্যবসা ও ৩ জনের (৭.১৪%) কৃষি। ১ জন (২.৩৮%) কাউন্সিলর আইনজীবী। ২ জন (৪.৭৬%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ২৬ জনের (৮৬.৬৭%) পেশা ব্যবসা ও ১ জনের (৩.৩৩%) কৃষি। ১ জন (৩.৩৩%) কাউন্সিলর আইনজীবী।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১৫৮ জনের (৮৩.১৬%) পেশা ব্যবসা ও ১২ জনের (৬.৩২%) কৃষি। ৩ জন (২.৩৮%) কাউন্সিলর আইনজীবী, ৪ জন (২.১১%) চাকুরিজীবী এবং ৬ জন অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের পেশার সাথে যুক্ত। ৭ জন (৩.৬৮%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।

২.৩ নবনির্বাচিত সংরক্ষিত ওয়ার্ড (নারী) কাউন্সিলরদের পেশাঃ

সিটি কর্পোরেশন	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উলেখ নেই	মোট
গাজীপুর	০	২	৪	২	১১	০	০	১৯
	০.০০%	১০.৫৩%	২১.০৫%	১০.৫৩%	৫৭.৮৯%	০.০০%	০.০০%	১০০%
খুলনা	০	৪	০	২	২	১	১	১০
	০.০০%	৪০%	০.০০%	২০%	২০%	১০%	১০%	১০০%
বরিশাল	০	১	০	০	৭	১	১	১০
	০.০০%	১০%	০.০০%	০.০০%	৭০%	১০%	১০%	১০০%
সিলেট	০	১	০	১	৯	০	৩	১৪
	০.০০%	৭.১৪%	০.০০%	৭.১৪%	৬৪.২৮%	০.০০%	২১.৪২%	১০০%

রাজশাহী	০	২	০	০	৮	০	০	১০
	০.০০%	২০%	০.০০%	০.০০%	৮০%	০.০০%	০.০০%	১০০%
সর্বমোট	**০**	**১০**	**৪**	**৫**	**৩৭**	**২**	**৫**	**৬৩**
	০.০০%	**১৫.৮৭%**	**৬.৩৫%**	**৭.৯৪%**	**৫৮.৭৩%**	**৩.১৭%**	**৭.৯৪%**	**১০০.০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১১ জন (৫৭.৮৯%) গৃহিণী, ৪ জন (২১.০৫%) চাকুরিজীবী, ২ জন (১০.৫৩%) ব্যবসায়ী ও ২ জন (১০.৫৩%) আইনজীবী।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জন ২০%) গৃহিণী, ৪ জন (৪০%) ব্যবসায়ী ও ২ জন (২০%) আইনজীবী। ১ জন (১০%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জন (৭০%) গৃহিণী ও ১ জন (১০%) ব্যবসায়ী। ১ জন (৩.২৩%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৪ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৯ জন (৬৪.২৮%) গৃহিণী, ১ জন (৭.১৪%) ব্যবসায়ী ও ১ জন (৭.১৪%) আইনজীবী। ৩ জন (২১.৪২%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জন (৮০%) গৃহিণী ও ২ জন (২০%) ব্যবসায়ী।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৬৩ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩৭ জন (৫৮.৭৩%) গৃহিণী, ১০ জন (১৫.৮৭%) ব্যবসায়ী, ৫ জন (৭.৯৪%) আইনজীবী, ৪ জন (৬.৩৫%) চাকুরীজীবী এবং ২ জন অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত। ৫ জন (৭.৯৪%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।

২.৪ নবনির্বাচিত সকল জনপ্রতিনিধির পেশাঃ

সিটি কর্পোরেশন	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী
গাজীপুর	৩	৫১	৪	২	১১	১	৫	৭৭
	৩.৯০%	৬৬.২৩%	৫.১৯%	২.৬০%	১৪.২৯%	১.৩০%	৬.৪৯%	১০০.০০%
খুলনা	৩	৩১	১	২	২	২	১	৪২
	৭.১৪%	৭৩.৮১%	২.৩৮%	৪.৭৬%	৪.৭৬%	৪.৭৬%	২.৩৮%	১০০.০০%
বরিশাল	২	২৭	১	১	৭	২	১	৪১
	৪.৮৮%	৬৫.৮৫%	২.৪৪%	২.৪৪%	১৭.০৭%	৪.৮৮%	২.৪৪%	১০০.০০%
সিলেট	৩	৩৫	১	২	৯	২	৫	৫৭
	৫.২৬%	৬১.৪০%	১.৭৫%	৩.৫১%	১৫.৭৯%	৩.৫১%	৮.৭৭%	১০০.০০%
রাজশাহী	১	২৮	১	২	৮	১	০	৪১
	২.৪৪%	৬৮.২৯%	২.৪৪%	৪.৮৮%	১৯.৫১%	২.৪৪%	০	১০০.০০%
সর্বমোট	**১২**	**১৭২**	**৮**	**৯**	**৩৭**	**৮**	**১২**	**২৫৮**
	৪.৬৫%	**৬৬.৬৭%**	**৩.১০%**	**৩.৪৯%**	**১৪.৩৪%**	**৩.১০%**	**৪.৬৫%**	**১০০.০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫১ জন (৬৬.২৩%) ব্যবসায়ী, ১১ জন (১৪.২৯%) গৃহিণী, ৪ জন (৫.১৯%) চাকুরীজীবী, ৩ জন (৩.৯০%) কৃষিজীবী, ২ জন (২.৬০%) আইনজীবী এবং ১ জন (১.৩০%) অন্য পেশার সাথে যুক্ত। ৫ জন (৬.৪৯%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।

  গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ৬২.১৬% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৬৬.২৩%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩১ জন (৭৩.৮১%) ব্যবসায়ী, ২ জন (৪.৭৬%) গৃহিণী, ১ জন (২.৩৮%) চাকুরীজীবী, ৩ জন (৭.১৪%) কৃষিজীবী, ২ জন (৪.৭৬%) আইনজীবী এবং ২ জন (৪.৭৬%) অন্য পেশার সাথে যুক্ত। ১ জন (২.৩৮%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।

  খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ৬৮.৭২% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৭৩.৮১%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৭ জন (৬৫.৮৫%) ব্যবসায়ী, ৭ জন (১৭.০৭%) গৃহিণী, ১ জন (২.৪৪%) চাকুরীজীবী, ২ জন (৪.৮৮%) কৃষিজীবী, ১ জন (২.৪৪%) আইনজীবী এবং ২ জন (৪.৮৮%) অন্য পেশার সাথে যুক্ত। ১ জন (২.৪৪%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।

  বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ৬২.৮৭% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৬৫.৮৫%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩৫ জন (৬১.৪০%) ব্যবসায়ী, ৯ জন (১৫.৭৯%) গৃহিণী, ১ জন (১.৭৫%) চাকুরীজীবী, ৩ জন (৫.২৬%) কৃষিজীবী, ২ জন (৩.৫১%) আইনজীবী এবং ২ জন (৩.৫১%) অন্য পেশার সাথে যুক্ত। ৫ জন (৮.৭৭%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।

  সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ৫৬.৫৬% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৬১.৪০%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৮ জন (৬৮.২৯%) ব্যবসায়ী, ৮ জন (১৯.৫১%) গৃহিণী, ১ জন (২.৪৪%) চাকুরীজীবী, ১ জন (২.৪৪%) কৃষিজীবী, ২ জন (৪.৮৮%) আইনজীবী এবং ১ জন (২.৪৪%) অন্য পেশার সাথে যুক্ত।

  রাজশাহী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ৫৮.৬৪% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৬৮.২৯%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ২৫৮ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৭২ জন (৬৬.৬৭%) ব্যবসায়ী, ৩৭ জন (১৪.৩৪%) গৃহিণী, ১২ জন (৪.৬৫%) কৃষিজীবী, ৯ জন (৩.৪৯%) আইনজীবী, ৮ জন (৩.১০%) চাকুরীজীবী এবং ৮ জন (৩.১০%) অন্য পেশার সাথে যুক্ত। ১২ জন (৪.৬৫%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।

  ৫টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ৬১.০৬% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৬৬.৬৭%। **প্রতিটি সিটিতেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবণতাটি ব্যবসায়ীদের অধিক হারে নির্বাচনমুখি তথা রাজনীতিমুখি হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।**

- ৫টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ব্যবসার সাথে যুক্ত জনপ্রতিনিধিদের হার সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত ক্রমানুসারে খুলনা ৭৩.৮১%, রাজশাহী ৬৮.২৯%, গাজীপুর ৬৬.২৩%, বরিশাল ৬৫.৮৫% এবং সিলেট ৬১.৪০%। বরিশাল ব্যতীত সকল সিটি কর্পোরেশনেই দুই জন করে আইনজীবী নির্বাচিত হয়েছেন; বরিশালে নির্বাচিত হয়েছেন ১ জন আইনজীবী। সাধারণত দেখা যায় যে, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মধ্যে গৃহিণী বেশি থাকেন। তবে খুলনা সিটিতে এর ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে। এই সিটিতে ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২০% মাত্র গৃহিণী। এখানে ব্যবসায়ী ৪০% এবং আইনজীবী ২০% নির্বাচিত হয়েছেন।

৩. ফৌজদারি মামলা

৩.১ নবনির্বাচিত মেয়রদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাঃ

সিটি কর্পোরেশন	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	উভয় সময়েই মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	সর্বমোট
গাজীপুর	০	০	০	০	০	০	১ ১০০%
খুলনা	০	১ ১০০%	০	০	১ ১০০%	০	১ ১০০%
বরিশাল	০	০	০	০	০	০	১ ১০০%
সিলেট	০	০	০	০	০	০	১ ১০০%

রাজশাহী	০	১ ১০০%	০	০	০	০	১ ১০০%
সর্বমোট	**০**	**২ ৪০%**	**০**	**০**	**১ ২০%**	**০**	**৫ ১০০%**

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫ জন মেয়রের মধ্যে বর্তমানে কারো বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা নেই; অতীতে ছিল ২ জনের (৪০%) জনের বিরুদ্ধে। যে দুইজন মেয়রের বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল তারা হলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের বিরুদ্ধে অতীতে ৯টি মামলা ছিল। এই ৯টি মামলার মধ্যে ৪টি ছিল ৩০২ ধারায় মামলা- যা থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন। অপর ৫টি মামলা থেকেও তিনি খালাস পেয়েছেন। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের বিরুদ্ধে অতীতে ২টি ফৌজদারি মামলা মামলা ছিল - যা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয়েছে।

৩.২ নবনির্বাচিত সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাঃ

সিটি কর্পোরেশন	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	উভয় সময়েই মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট
গাজীপুর	২৮	১৮	১৪	২	২	০	৫৭
	৪৯.১২%	৩১.৫৮%	২৪.৫৬%	৩.৫১%	৩.৫১%	০.০০%	১০০.০০%
খুলনা	৭	১২	৩	১	৩	০	৩১
	২২.৫৮%	৩৮.৭১%	৯.৬৮%	৩.২৩%	৯.৬৮%	০.০০%	১০০.০০%
বরিশাল	১৪	১৯	১০	০	৫	০	৩০
	৪৬.৬৭%	৬৩.৩৩%	৩৩.৩৩%	০.০০%	১৬.৬৭%	০.০০%	১০০.০০%
সিলেট	২০	২০	১২	২	২	০	৪২
	৪৭.৬২%	৪৭.৬২%	২৮.৫৭%	৪.৭৬%	৪.৭৬%	০.০০%	১০০.০০%
রাজশাহী	১১	১৫	৪	৩	১	০	৩০
	৩৬.৬৭%	৫০.০০%	১৩.৩৩%	১০.০০%	৩.৩৩%	০.০০%	১০০.০০%
সর্বমোট	**৮০**	**৮৪**	**৪৩**	**৮**	**১৩**	**০**	**১৯০**
	৪২.১১%	**৪৪.২১%**	**২২.৬৩%**	**৪.২১%**	**৬.৮৪%**	**০.০০%**	**১০০.০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ২৮ জনের (৪৯.১২%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ১৮ জনের (৩১.৫৮%) জনের অতীতে ছিল এবং ১৪ জনের (২৪.৫৬%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ২ জনের (৩.৫১%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে আছে এবং ২ জনের (৩.৫১%) জনের অতীতে ছিল।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩১ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জনের (২২.৫৮%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ১২ জনের (৩৮.৭১%) জনের অতীতে ছিল এবং ৩ জনের (৯.৬৮%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ১ জনের (৩.২৩%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে আছে এবং ৩ জনের (৯.৬৮%) জনের অতীতে ছিল।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১৪ জনের (৪৬.৬৭%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ১৯ জনের (৬৩.৩৩%) জনের অতীতে ছিল এবং ১০ জনের (৩৩.৩৩%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ৫ জনের (১৬.৬৭%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল, তবে বর্তমানে নেই।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ২০ জনের (৪৭.৬২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ২০ জনের (৪৭.৬২%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল এবং ১২ জনের (২৮.৫৭%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ২ জনের (৪.৭৬%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে আছে এবং ২ জনের (৪.৭৬%) জনের অতীতে ছিল।

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১১ জনের (৩৬.৬৭%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ১৫ জনের (৫০%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল এবং ৪ জনের (১৩.৩৩%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ৩ জনের (১০%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে আছে এবং ১ জনের (৩.৩৩%) জনের অতীতে ছিল।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৮০ জনের (৪২.১১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ৮৪ জনের (৪৪.২১%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল এবং ৪৩ জনের (২২.৬৩%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ৮ জনের (৪.২১%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে আছে এবং ১৩ জনের (৬.৮৪%) জনের অতীতে ছিল।

৩.৩ নবনির্বাচিত সংরক্ষিত ওয়ার্ড (নারী) কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাঃ

সিটি কর্পোরেশন	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	উভয় সময়েই মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট
গাজীপুর	৪	১	০	১	০	০	১৯
	২১.০৫%	৫.২৬%	০.০০%	৫.২৬%	০.০০%	০.০০%	১০০.০০%
খুলনা	০	০	০	০	০	০	১০
	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১০০.০০%
বরিশাল	২	৩	২	০	০	০	১০
	২০.০০%	৩০.০০%	২০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১০০.০০%
সিলেট	১	১	০	০	০	০	১৪
	৭.১৪%	৭.১৪%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১০০.০০%
রাজশাহী	০	১	০	০	০	০	১০
	০.০০%	১০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১০০.০০%
সর্বমোট	**৭**	**৬**	**২**	**১**	**০**	**০**	**৬৩**
	১১.১১%	**৯.৫২%**	**৩.১৭%**	**১.৫৯%**	**০.০০%**	**০.০০%**	**১০০.০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জনের (২১.০৫%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ১ জনের (৫.২৬%) জনের অতীতে ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে ১ জনের (৫.২৬%) বিরুদ্ধে মামলা আছে।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে কারো বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা নেই এবং অতীতেও ছিল না।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জনের (২০%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ৩ জনের (৬৩.৩৩%) জনের অতীতে ছিল এবং ২ জনের (২০%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৪ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জনের (৭.১৪%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং ১ জনের (৭.১৪%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে শুধুমাত্র ১ জনের (১০%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৬৩ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জনের (১১.১১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ৬ জনের (৯.৫২%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল এবং ২ জনের (৩.১৭%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ১ জনের (১.৫৯%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে আছে।

৩.৪ নবনির্বাচিত সকল জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা:

সিটি কর্পোরেশন	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	উভয় সময়েই মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থ
গাজীপুর	৩২	১৯	১৪	৩	২		৭৭
	৪১.৫৬%	২৪.৬৮%	১৮.১৮%	৩.৯০%	২.৬০%	০.০০%	১০০%
খুলনা	৭	১৩	৩	১	৪	০	৪২
	১৬.৬৭%	৩০.৯৫%	৭.১৪%	২.৩৮%	৯.৫২%	০.০০%	১০০%
বরিশাল	১৬	২২	১২	০	৫	০	৪১
	৩৯.০২%	৫৩.৬৬%	২৯.২৭%	০.০০%	১২.২০%	০.০০%	১০০%
সিলেট	২১	২১	১২	২	২	০	৫৭
	৩৬.৮৪%	৩৬.৮৪%	২১.০৫%	৩.৫১%	৩.৫১%	০.০০%	১০০%
রাজশাহী	১১	১৭	৪	৩	১	০	৪১
	২৬.৮৩%	৪১.৪৬%	৯.৭৬%	৭.৩২%	২.৪৪%	০.০০%	১০০%
সর্বমোট	**৮৭**	**৯২**	**৪৫**	**৯**	**১৪**	**০**	**২৫৮**
	৩৩.৭২%	**৩৫.৬৬%**	**১৭.৪৪%**	**৩.৪৯%**	**৫.৪৩%**	**০.০০%**	**১০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩২ জনের (৪১.৫৬%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ১৯ জনের (২৪.৬৮%) জনের অতীতে ছিল এবং ১৪ জনের (১৮.১৮%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ৩ জনের (৩.৯০%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে আছে এবং ২ জনের (২.৬%) জনের অতীতে ছিল।

  গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমান মামলার হার ২৯.৭৩% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৪১.৫৬% এবং ৩০২ ধারায় বর্তমান মামলার হার ২.৭০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৩.৯০%। উভয় ক্ষেত্রেই **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে বর্তমান মামলা সংশ্লিষ্টদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭ জনের (১৬.৬৭%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ১৩ জনের (৩০.৯৫%) জনের অতীতে ছিল এবং ৩ জনের (৭.১৪%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ১ জনের (২.৩৮%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে আছে এবং ৪ জনের (৯.৫২%) জনের অতীতে ছিল।

  খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমান মামলার হার ১৮.৯৯% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১৬.৬৭% এবং ৩০২ ধারায় বর্তমান মামলার হার ২.৭৯% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৩.৩৮%। উভয় ক্ষেত্রেই **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে বর্তমান মামলা সংশ্লিষ্টদের হার হ্রাস পেয়েছে।**

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৬ জনের (৩৯.০২%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ২২ জনের (৫৩.৬৬%) জনের অতীতে ছিল এবং ১২ জনের (২৯.২৭%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ৫ জনের (১২.২০%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল, তবে বর্তমানে নেই।

  বরিশাল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমান মামলার হার ২১.৫৬% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৩৯.০২% এবং ৩০২ ধারায় বর্তমান মামলার হার ৪.৭৯% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ০%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে বর্তমান মামলা সংশ্লিষ্টদের হার বৃদ্ধি পেলেও, ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা আছে এমন একজনও নির্বাচিত হননি।**

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২১ জনের (৩৬.৮৪%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ২১ জনের (৩৬.৮৪%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল এবং ১২ জনের (২১.০৫%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ২ জনের (৩.৫১%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে আছে এবং ২ জনের (৩.৫১%) জনের অতীতে ছিল।

  সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমান মামলার হার ২৩.৫০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৩৬.৮৪% এবং ৩০২ ধারায় বর্তমান মামলার হার ২.১৯% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২.৫১%। উভয় ক্ষেত্রেই **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে বর্তমান মামলা সংশ্লিষ্টদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১১ জনের (২৬.৮৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ১৭ জনের (৪১.৪৬%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল এবং ৪ জনের (৯.৭৬%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ৩ জনের (৭.৩২%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে আছে এবং ১ জনের (২.৪৪%) জনের অতীতে ছিল।

  রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমান মামলার হার ২৭.১৬% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২৬.৮৩% এবং ৩০২ ধারায় বর্তমান মামলার হার ৮.০২% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৭.৩২%। উভয় ক্ষেত্রেই **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে বর্তমান মামলা সংশ্লিষ্টদের হার হ্রাস পেয়েছে।**

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ২৫৮ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৮৭ জনের (৩৩.৭২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ৯২ জনের (৩৫.৬৬%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল এবং ৪৫ জনের (১৭.৪৪%) জনের বিরুদ্ধে অতীতে ছিল ও বর্তমানেও আছে। ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ৯ জনের (৩.৪৯%) জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে আছে এবং ১৪ জনের (৫.৪৩%) জনের অতীতে ছিল।

  ৫টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমান মামলার হার ২৪.৭৭% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৩৩.৭৮% এবং ৩০২ ধারায় বর্তমান মামলার হার ৩.৫৬% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৩.৪৯%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে বর্তমান মামলা সংশ্লিষ্টদের হার বৃদ্ধি পেলেও, ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা আছে এমন প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রায় একই রকম আছে।**

- ৫টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বিজয়ীদের মধ্যে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এমন জনপ্রতিনিধিদের হার সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত ক্রমানুসারে খুলনা ২২.৫৮%, রাজশাহী ৩৬.৬৭%, বরিশাল ৪৬.৬৭% সিলেট ৪৭.৬২% এবং গাজীপুর ৪৯.১২%। গাজীপুর, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে মোট বিজয়ীর প্রায় অর্ধেকই ফৌজদারি মামলা বা অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত।

৪. বাৎসরিক আয়

৪.১ নবনির্বাচিত মেয়র ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয়ঃ

সিটি কর্পোরেশন	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	সর্বমোট
গাজীপুর	০	১ ১০০%	০	০	০	০	০	১ ১০০%
খুলনা	০	০	০	০	১ ১০০%	০	০	১ ১০০%
বরিশাল	০	০	১ ১০০%	০	০	০	০	১ ১০০%
সিলেট	০	১ ১০০%	০	০	০	০	০	১ ১০০%
রাজশাহী	০	০	০	০		১ ১০০%	০	১ ১০০%
সর্বমোট	০	২ ৪০%	১ ২০%	০	১ ২০%	১ ২০%	০	৫ ১০০%

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫ জন মেয়রের মধ্যে ২ জনের (৪০%) নিজের এবং নির্ভরশীলদের বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম, ১ জনের (২০%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, ১ জনের (২০%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং অবশিষ্ট ১ জনের (২০%) কোটি টাকার অধিক।

- ৫ জন মেয়র ও তাঁদের নির্ভরশীলদের আয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বছরে সর্বোচ্চ ৬ কোটি ৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা আয় করেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন; দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৯ লক্ষ ২০ হাজার ৮৭০ টাকা আয় করেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৪৪ টাকা আয় করেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জায়েদা খাতুন এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বার্ষিক আয় যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার এবং ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮৪ টাকা।

- ৫টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়রগণ ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। এই দুই মেয়র অর্থাৎ খুলনার সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক এবং রাজশাহীর সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের ২০১৮ ও ২০২৩ সালের নির্বাচনকালে হলফনামায় প্রদত্ত আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো:

সিটি কর্পোরেশন	নবনির্বাচিত মেয়র	বার্ষিক আয়		পরিবর্তন	বৃদ্ধির হার
		২০১৮	২০২৩		
খুলনা সিটি কর্পোরেশন	তালুকদার আব্দুল খালেক	৫২,৭৬,১৩৪	৫৯,২০,৮৭০	৬,৪৪,৭৩৬	১২.২২%
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন	৭৮,৩২,২০৮	৬,০৮,১০,০০০	৫,২৯,৭৭,৭৯২	৬৭৬.৪১%

- উল্লিখিত ছকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৮ সালে নির্বাচনে খুলনার সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক ও নির্ভরশীলদের বার্ষিক আয় ছিল ৫২ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৩৪ টাকা। ২০২৩ সালে তাঁর বার্ষিক আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯ লক্ষ ২০ হাজার ৮৭০ টাকা। অর্থাৎ বিগত ৫ বছরে তাঁর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৩৬ টাকা; শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ১২.২২%।
- ২০১৮ সালে নির্বাচনে রাজশাহীর সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের ও নির্ভরশীলদের বার্ষিক আয় ছিল ৭৮ লক্ষ ৩২ হাজার ২০৮ টাকা। ২০২৩ সালে তাঁর বার্ষিক আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। অর্থাৎ বিগত ৫ বছরে তাঁর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৭ হাজার ৭৯২ টাকা; শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৬৭৬.৪১%। এই বিশাল পরিমাণ আয় বৃদ্ধি প্রশ্নের উদ্রেক না করে পারে না।

৪.২ নবনির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয়:

সিটি কর্পোরেশন	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উলেখ নেই	মোট প্রার্থী
গাজীপুর	৩	১২	৩৩	৫	১	১	২	৫৭
	৫.২৬%	২১.০৫%	৫৭.৮৯%	৮.৭৭%	১.৭৫%	১.৭৫%	৩.৫১%	১০০.০০%
খুলনা	১	৯	১১	৩	২	৩	২	৩১
	৩.২৩%	২৯.০৩%	৩৫.৪৮%	৯.৬৮%	৬.৪৫%	৯.৬৮%	৬.৪৫%	১০০.০০%
বরিশাল	১	১২	১৩	৩	০	০	১	৩০
	৩.৩৩%	৪০.০০%	৪৩.৩৩%	১০.০০%	০.০০%	০.০০%	৩.৩৩%	১০০.০০%
সিলেট	১	১৫	২০	২	১	০	৩	৪২
	২.৩৮%	৩৫.৭১%	৪৭.৬২%	৪.৭৬%	২.৩৮%	০.০০%	৭.১৪%	১০০.০০%
রাজশাহী	১	১০	১৫	২	০	২	০	৩০
	৩.৩৩%	৩৩.৩৩%	৫০.০০%	৬.৬৭%	০.০০%	৬.৬৭%		১০০.০০%
সর্বমোট	**৭**	**৫৮**	**৯২**	**১৫**	**৪**	**৬**	**৮**	**১৯০**
	৩.৬৮%	**৩০.৫৩%**	**৪৮.৪২%**	**৭.৮৯%**	**২.১১%**	**৩.১৬%**	**৪.২১%**	**১০০.০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জন (৫.২৬%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ১২ জন (২১.০৫%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ৩৩ জন (৫৭.৮৯%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৫ জন (৮.৭৭%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ১ জন (১.৭৫%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ১ জন (১.৭৫%) ১ কোটি টাকার অধিক আয় করেন। ২ জন (৩.৫১%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩১ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জন (৩.২৩%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ৯ জন (২৯.০৩%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ১১ জন (৩৫.৪৮%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৩ জন (৯.৬৮%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ২ জন (৬.৪৫%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ৩ জন (৯.৬৮%) ১ কোটি টাকার অধিক আয় করেন। ২ জন (৬.৪৫%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জন (৩.৩৩%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ১২ জন (৪০%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ১৩ জন (৪৩.৩৩%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা এবং ৩ জন (১০%) বছরে ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন। ২ জন (৩.৩৩%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জন (২.৩৮%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ১৫ জন (৩৫.৭১%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ২০ জন (৪৭.৬২%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ২ জন (৪.৭৬%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং ১ জন (২.৩৮%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা আয় করেন। ৩ জন (৭.১৪%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জন (৩.৩৩%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ১০ জন (৩৩.৩৩%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ১৫ জন (৫০%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ২ জন (৬.৬৭%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং ২ জন (৬.৬৭%) ১ কোটি টাকার অধিক আয় করেন।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জন ৩.৬৮%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ৫৮ জন (৩০.৫৩%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ৯২ জন (৪৮.৪২%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ১৫ জন (৭.৮৯%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৪ জন (২.১১%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ৬ জন (৩.১৬%) ১ কোটি টাকার অধিক আয় করেন। ৮ জন (৪.২১%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।

৪.৩ নবনির্বাচিত সংরক্ষিত ওয়ার্ড (নারী) কাউন্সিলর ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয়ঃ

সিটি কর্পোরেশন	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উলেখ নেই	মোট প্রার্থী
গাজীপুর	৪	৮	৪	০	০	০	৩	১৯
	২১.০৫%	৪২.১১%	২১.০৫%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১৫.৭৯%	১০০.০০%
খুলনা	০	৮	১	০	০	০	১	১০
	০.০০%	৮০%	১০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১০%	১০০%
বরিশাল	২	৩	৩	০	০	০	২	১০
	২০%	৩০%	৩০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	২০%	১০০%
সিলেট	২	৬	২	০	০	০	৪	১৪
	১৪.২৮%	৪২.৮৫%	১৪.২৮%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	২৮.৫৭%	১০০%
রাজশাহী	১	৩	৩	০	০	০	৩	১০
	১০%	৩০%	৩০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	৩০%	১০০%
সর্বমোট	**৯**	**২৮**	**১৩**	**০**	**০**	**০**	**১৩**	**৬৩**
	১৪.২৯%	**৪৪.৪৪%**	**২০.৬৩%**	**০.০০%**	**০.০০%**	**০.০০%**	**২০.৬৩%**	**১০০.০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জন (২১.০৫%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ৮ জন (৪২.১১%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং ৪ জন (২১.০৫%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন। ৩ জন (১৫.৭৯%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জন (৮০%) বছরে ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং ১ জন (১০%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন। ১ জন (১০%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জন (২০%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ৩ জন (৩০%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং ৩ জন (৩০%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন। ২ জন (২০%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৪ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জন (১৪.২৮%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ৬ জন (৪২.৮৫%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং ২ জন (১৪.২৮%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন। ৪ জন (২৮.৫৭%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জন (১০%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ৩ জন (৩০%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং ৩ জন (৩০%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন। ৩ জন (৩০%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৬৩ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৯ জন (১৪.২৯%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ২৮ জন (৪৪.৪৪%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং ১৩ জন (২০.৬৩%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন। ১৩ জন (২০.৬৩%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।

৪.৪ নবনির্বাচিত সকল জনপ্রতিনিধি ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয়ঃ

সিটি কর্পোরেশন	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উলেখ নেই	মোট প্রার্থী
গাজীপুর	৭	২১	৩৭	৫	১	১	৫	৭৭
	৯.০৯%	২৭.২৭%	৪৮.০৫%	৬.৪৯%	১.৩০%	১.৩০%	৬.৪৯%	১০০%
খুলনা	১	১৭	১২	৩	৩	৩	৩	৪২
	২.৩৮%	৪০.৪৮%	২৮.৫৭%	৭.১৪%	৭.১৪%	৭.১৪%	৭.১৪%	১০০%
বরিশাল	৩	১৫	১৭	৩	০	০	৩	৪১
	৭.৩২%	৩৬.৫৯%	৪১.৪৬%	৭.৩২%	০.০০%	০.০০%	৭.৩২%	১০০%
সিলেট	৩	২২	২২	২	১	০	৭	৫৭
	৫.২৬%	৩৮.৬০%	৩৮.৬০%	৩.৫১%	১.৭৫%	০.০০%	১২.২৮%	১০০%
রাজশাহী	২	১৩	১৮	২	০	৩	৩	৪১
	৪.৮৮%	৩১.৭১%	৪৩.৯০%	৪.৮৮%	০.০০%	৭.৩২%	৭.৩২%	১০০%
সর্বমোট	**১৬**	**৮৮**	**১০৬**	**১৫**	**৫**	**৭**	**২১**	**২৫৮**
	৬.২০%	**৩৪.১১%**	**৪১.০৯%**	**৫.৮১%**	**১.৯৪%**	**২.৭১%**	**৮.১৪%**	**১০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭ জন (৯.০৯%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ২১ জন (২৭.২৭%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ৩৭ জন (৪৮.০৫%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৫ জন (৬.৪৯%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ১ জন (১.৩০%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ১ জন (১.৩০%) ১ কোটি টাকার অধিক আয় করেন। ৫ জন (৬.৪৯%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।

  গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারীদের হার ৬৭.৫৭% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৪২.৮৬% এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারীদের হার ১.২০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২.৬০%-এ। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে স্বল্প আয়কারীর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং অধিক আয়কারীর হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।** উল্লেখ্য, আয়ের ঘর পূরণ না করাদের স্বল্প আয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১ জন (২.৩৮%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ১৭ জন (৪০.৪৮%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ১২ জন (২৮.৫৭%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৩ জন (৭.১৪%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৩ জন (৭.১৪%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ৩ জন (৭.১৪%) ১ কোটি টাকার অধিক আয় করেন। ৩ জন (৭.১৪%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।

  খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারীদের হার ৬৯.২৭% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৫০% এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারীদের হার ৪.৪৭% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১৪.২৯%-এ। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে স্বল্প আয়কারীর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং অধিক আয়কারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।** উল্লেখ্য, আয়ের ঘর পূরণ না করাদের স্বল্প আয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩ জন (৭.৩২%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ১৫ জন (৩৬.৫৯%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ১৭ জন (৪১.৪৬%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা এবং ৩ জন (৭.৩২%) বছরে ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন। ৩ জন (৭.৩২%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারীদের হার ৬৫.৮৭% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৫১.২২% এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারীদের হার ১.৭০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ০%-এ। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে স্বল্প আয়কারী ও অধিক আয়কারীর হার হ্রাস পেয়েছে।** উল্লেখ্য, আয়ের ঘর পূরণ না করাদের স্বল্প আয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩ জন (৫.২৬%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ২২ জন (৩৮.৬০%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ২২ জন (৩৮.৬০%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ২ জন (৩.৫১%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং ১ জন (১.৭৫%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা আয় করেন। ৭ জন (১২.২৮%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।

  সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারীদের হার ৮৪.৪২% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৫৬.১৪% এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারীদের হার ৩.৫১% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১.৭৫%-এ। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে স্বল্প আয়কারী ও অধিক আয়কারীর হার হ্রাস পেয়েছে।** উল্লেখ্য, আয়ের ঘর পূরণ না করাদের স্বল্প আয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২ জন (৪.৮৮%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ১৩ জন (৩১.৭১%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ১৮ জন (৪৩.৯০%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ২ জন (৪.৮৮%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং ৩ জন (৬.৬৭%) ১ কোটি টাকার অধিক আয় করেন। ৩ জন (৭.৩২%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।

  রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারীদের হার ৭৬.৫৪% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৪৩.৯০% এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারীদের হার ১.৮৫% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৭.৩১%-এ। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে স্বল্প আয়কারীর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং অধিক আয়কারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।** উল্লেখ্য, আয়ের ঘর পূরণ না করাদের স্বল্প আয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ২৫৮ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৬ জন (৬.২০%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ৮৮ জন (৩৪.১১%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ১০৬ জন (৪১.০৯%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ১৫ জন (৫.৮১%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৫ জন (১.৯৪%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ৭ জন (২.৭১%) ১ কোটি টাকার অধিক আয় করেন। ২১ জন (৮.১৪%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।

  ৫টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারীদের হার ৬৯.০৯% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৪৮.৪৪% এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারীদের হার ১.৬৬% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৪.৬৫%-এ। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে স্বল্প আয়কারীর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং অধিক আয়কারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।** উল্লেখ্য, আয়ের ঘর পূরণ না করাদের স্বল্প আয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

- সকল সিটিতেই স্বল্প আয়কারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। তবে অধিক আয়কারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় গাজীপুর, খুলনা ও রাজশাহীতে বৃদ্ধি পেলেও বরিশাল ও সিলেটে হ্রাস পেয়েছে।

- সকল সিটি কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে স্বল্প আয়কারীদের হার সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত ক্রমানুসারে সিলেট ৮৪.৪২%, রাজশাহী ৭৬.৫৪%, খুলনা ৬৯.২৭%, গাজীপুর ৬৭.৫৭% এবং বরিশাল ৬৫.৮৭%। অনুরূপভাবে অধিক আয়কারীদের হার সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত খুলনা ১৪.২৯%, রাজশাহী ৭.৩১%, গাজীপুর ২.৬০%, সিলেট ১.৭৫% এবং বরিশাল ০%।

৫. অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদঃ

৫.১ নবনির্বাচিত মেয়র ও নির্ভরশীলদের সম্পদঃ

সিটি কর্পোরেশন	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	সর্বমোট
গাজীপুর	০	০	১ ১০০%	০	০	০	০	১ ১০০%
খুলনা	০	০	০	০	০	১ ১০০%	০	১ ১০০%

বরিশাল	০	০	০	০	০	১ ১০০%	০	১ ১০০%
সিলেট	০	০	১ ১০০%	০	০	০	০	১ ১০০%
রাজশাহী	০	০	০	০	০	১ ১০০%	০	১ ১০০%
সর্বমোট	০	০	২ (৪০%)	০	০	৩ (৬০%)	০	৫ (১০০%)

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫ জন মেয়রের মধ্যে ২ জনের (৪০%) নিজের এবং নির্ভরশীলদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের পরিমান ২৫ লক্ষ টাকার কম এবং ৩ জনের (৬০%) ৫ কোটি টাকার অধিক।
- ৫ জন মেয়র ও তাঁদের নির্ভরশীলদের সম্পদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ১৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬ হাজার ৯৩১ টাকার সম্পদ রয়েছে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের; দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৯ টাকার সম্পদ রয়েছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ৫ কোটি ৭১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৪৬ টাকার সম্পদ রয়েছে কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জায়েদা খাতুনের সম্পদের সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে ৪১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৪৮ এবং পরিমাণ ৪০ লাখ ৭০ হাজার টাকা।
- ৫টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়রগণ ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। এই দুই মেয়র অর্থাৎ খুলনার সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক এবং রাজশাহীর সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের ২০১৮ ও ২০২৩ সালের নির্বাচনকালে হলফনামায় প্রদত্ত সম্পদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো:

সিটি কর্পোরেশন	প্রার্থী	সম্পদের পরিমাণ		পরিবর্তন	বৃদ্ধির হার
		২০১৮	২০২৩		
খুলনা সিটি কর্পোরেশন	তালুকদার আব্দুল খালেক	১১,৮৩,৩১,৫৫৬	১৪,৮৪,০৬,৯৩১	৩,০০,৭৫,৩৭৫	২৫.৪২%
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	এ এইচ এম খায়রুজ্জামান (লিটন)	৩,১১,৫৪,২৭০	৭,৯০,৪৪,০৮৯	৪,৭৮,৮৯,৮১৯	১৫৩.৭২%

- উল্লিখিত ছকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৮ সালে নির্বাচনে খুলনার সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক ও নির্ভরশীলদের সম্পদের পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৫৫৬ টাকা। ২০২৩ সালে তাঁর সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬ হাজার ৯৩১ টাকা। অর্থাৎ বিগত ৫ বছরে তাঁর সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ কোটি ৭৫ হাজার ৩৭৫ টাকা; শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ২৫.৪২%।
- ২০১৮ সালে নির্বাচনে রাজশাহীর সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের ও নির্ভরশীলদের সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৭০ টাকা। ২০২৩ সালে তাঁর সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৯ টাকা। অর্থাৎ বিগত ৫ বছরে তাঁর সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮১৯ টাকা; শতকরা হারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫৩.৭২%।

৫.২ নবনির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও নির্ভরশীলদের সম্পদঃ

সিটি কর্পোরেশন	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উলেখ নেই	মোট প্রার্থী
গাজীপুর	১৫	২০	১০	৪	৫	২	১	৫৭
	২৬.৩২%	৩৫.০৯%	১৭.৫৪%	৭.০২%	৮.৭৭%	৩.৫১%	১.৭৫%	১০০.০০%
খুলনা	৫	১০	৬	৫	৫	০	০	৩১
	১৬.১৩%	৩২.২৬%	১৯.৩৫%	১৬.১৩%	১৬.১৩%	০.০০%	০.০০%	১০০.০০%

বরিশাল	৩	১০	৫	৩	৭	১	১	৩০
	১০.০০%	৩৩.৩৩%	১৬.৬৭%	১০.০০%	২৩.৩৩%	৩.৩৩%	৩.৩৩%	১০০.০০%
সিলেট	১১	১০	৮	৪	৯	০	০	৪২
	২৬.১৯%	২৩.৮১%	১৯.০৫%	৯.৫২%	২১.৪৩%	০.০০%	০.০০%	১০০.০০%
রাজশাহী	৯	৬	৪	৪	৩	২	২	৩০
	৩০.০০%	২০.০০%	১৩.৩৩%	১৩.৩৩%	১০.০০%	৬.৬৭%	৬.৬৭%	১০০.০০%
সর্বমোট	**৪৩**	**৫৬**	**৩৩**	**২০**	**২৯**	**৫**	**৪**	**১৯০**
	২২.৬৩%	**২৯.৪৭%**	**১৭.৩৭%**	**১০.৫৩%**	**১৫.২৬%**	**২.৬৩%**	**২.১১%**	**১০০.০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৫ জনের (২৬.৩২%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ২০ জনের (৩৫.০৯%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ১০ জনের (১৭.৫৪%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৪ জনের (৭.০২%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ৫ জনের (৮.৭৭%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ২ জনের (৩.৫১%) ৫ কোটি টাকার অধিক। ১ জন (১.৭৫%) সম্পদের ঘর পূরণ করেননি।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩১ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জনের (১৬.১৩%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ১০ জনের (৩২.২৬%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৬ জনের (১৯.৩৫%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৫ জনের (১৬.১৩%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ৫ জনের (১৬.১৩%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জনের (১০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ১০ জনের (৩৩.৩৩%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৫ জনের (১৬.৬৭%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৩ জনের (১০%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ৭ জনের (২৩.৩৩%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ১ জনের (৩.৩৩%) ৫ কোটি টাকার অধিক। ১ জন (১.৩৩%) সম্পদের ঘর পূরণ করেননি।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১১ জনের (২৬.১৯%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ১০ জনের (২৩.৮১%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৮ জনের (১৯.০৫%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৪ জনের (৯.৫২%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ৯ জনের (২১.৪৩%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৯ জনের (৩০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ৬ জনের (২০%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৪ জনের (১৩.৩৩%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৪ জনের (১৩.৩৩%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ৩ জনের (১০%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ২ জনের (৬.৬৭%) ৫ কোটি টাকার অধিক আয় করেন। ২ জন (৬.৬৭%) সম্পদের ঘর পূরণ করেননি।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪৩ জনের (২২.৬৩%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ৫৬ জনের (২৯.৪৭%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৩৩ জনের (১৭.৩৭%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ২০ জনের (১০.৫৩%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ২৯ জনের (১৫.২৬%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ৫ জনের (২.৬৩%) ৫ কোটি টাকার অধিক। আয় করেন। ৪ জন (২.১১%) সম্পদের ঘর পূরণ করেননি।

৫.৩ নবনির্বাচিত সংরক্ষিত ওয়ার্ড (নারী) কাউন্সিলর ও নির্ভরশীলদের সম্পদঃ

সিটি কর্পোরেশন	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উলেখ নেই	মোট
গাজীপুর	১১	৩	০	১	১	০	৩	১৯
	৫৭.৮৯%	১৫.৭৯%	০.০০%	৫.২৬%	৫.২৬%	০.০০%	১৫.৭৯%	১০০.০০%
খুলনা	৪	৪	২	০	০	০	০	১০
	৪০%	৪০%	২০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১০০%
বরিশাল	৩	৫	১	০	০	০	১	১০
	৩০%	৫০%	১০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১০%	১০০%

সিলেট	৪	৬	৩	১	০	০	০	১৪
	২৮.৫৭%	৪২.৮৬%	২১.৪৩%	৭.১৪%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১০০%
রাজশাহী	৬	২	২	০	০	০	০	১০
	৬০%	২০%	২০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১০০%
সর্বমোট	**২৮**	**২০**	**৮**	**২**	**১**	**০**	**৪**	**৬৩**
	৪৪.৪৪%	**৩১.৭৫%**	**১২.৭০%**	**৩.১৭%**	**১.৫৯%**	**০.০০%**	**৬.৩৫%**	**১০০.০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১১ জনের (৫৭.৮৯%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ৩ জনের (১৫.৭৯%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ১ জনের (৫.২৬%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ১ জনের (৫.২৬%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা। ৩ জন (১৫.৭৯%) সম্পদের ঘর পূরণ করেননি।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জনের (৪০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ৪ জনের (৪০%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা এবং ২ জনের (২০%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জনের (৩০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ৫ জনের (৫০%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা এবং ১ জনের (১০%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা। ১ জন (১০%) সম্পদের ঘর পূরণ করেননি।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৪ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জনের (২৮.৫৭%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ৬ জনের (৪২.৮৬%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৩ জনের (২১.৪৩%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং ১ জনের (৭.১৪%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে জনের (৬০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ২ জনের (২০%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা এবং ২ জনের (২০%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৬৩ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৮ জনের (৪৪.৪৪%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ২০ জনের (৩১.৭৫%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৮ জনের (১২.৭০%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ২ জনের (৩.১৭%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ১ জনের (১.৫৯%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা। ৪ জন (৬.৩৫%) সম্পদের ঘর পূরণ করেননি।

৫.৪ নবনির্বাচিত সকল জনপ্রতিনিধি ও নির্ভরশীলদের সম্পদঃ

সিটি কর্পোরেশন	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উলেখ নেই	মোট প্রার্থী
গাজীপুর	২৬	২৩	১১	৫	৬	২	৪	৭৭
	৩৩.৭৭%	২৯.৮৭%	১৪.২৯%	৬.৪৯%	৭.৭৯%	২.৬০%	৫.১৯%	১০০.০০%
খুলনা	৯	১৪	৮	৫	৫	১	০	৪২
	২১.৪৩%	৩৩.৩৩%	১৯.০৫%	১১.৯০%	১১.৯০%	২.৩৮%	০.০০%	১০০.০০%
বরিশাল	৬	১৫	৬	৩	৭	২	২	৪১
	১৪.৬৩%	৩৬.৫৯%	১৪.৬৩%	৭.৩২%	১৭.০৭%	৪.৮৮%	৪.৮৮%	১০০.০০%
সিলেট	১৫	১৬	১২	৫	৯	০	০	৫৭
	২৬.৩২%	২৮.০৭%	২১.০৫%	৮.৭৭%	১৫.৭৯%	০.০০%	০.০০%	১০০.০০%
রাজশাহী	১৫	৮	৬	৪	৩	৩	২	৪১
	৩৬.৫৯%	১৯.৫১%	১৪.৬৩%	৯.৭৬%	৭.৩২%	৭.৩২%	৪.৮৮%	১০০.০০%
সর্বমোট	**৭১**	**৭৬**	**৪৩**	**২২**	**৩০**	**৮**	**৮**	**২৫৮**
	২৭.৫২%	**২৯.৪৬%**	**১৬.৬৭%**	**৮.৫৩%**	**১১.৬৩%**	**৩.১০%**	**৩.১০%**	**১০০.০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৬ জনের (৩৩.৭৭%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ২৩ জনের (২৯.৮৭%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ১১ জনের (১৪.২৯%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৫ জনের (৬.৪৯%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ৬ জনের (৭.৭৯%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ২ জনের (২.৬০%) ৫ কোটি টাকার অধিক। ৪ জন (৫.১৯%) সম্পদের ঘর পূরণ করেননি।

  গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিকদের হার ৪৬.৫৫% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৩৮.৯৬% এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ১ কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিকদের হার ৬.৩১% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১০.৩৯%-এ। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে স্বল্প আয়কারীর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং অধিক আয়কারীর হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।** উল্লেখ্য, সম্পদের ঘর পূরণ না করাদের স্বল্প আয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৯ জনের (২১.৪৩%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ১৪ জনের (৩৩.৩৩%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৮ জনের (১৯.০৫%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৫ জনের (১১.৯০%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ৫ জনের (১১.৯০%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ১ জনের (২.৩৮%) ৫ কোটি টাকার অধিক।

  খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিকদের হার ৪৬.৯৩% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২১.৪৩% এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ১ কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিকদের হার ৯.৫০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১৪.২৮%-এ। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে স্বল্প আয়কারীর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং অধিক আয়কারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৬ জন (১৪.৬৩%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ১৫ জন (৩৬.৫৯%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৬ জন (১৪.৬৩%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৩ জনের (৭.৩২%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ৭ জনের (১৭.০৭%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ২ জনের (৪.৮৮%) ৫ কোটি টাকার অধিক। ২ জন (৪.৮৮%) সম্পদের ঘর পূরণ করেননি।

  বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিকদের হার ২৯.৩৪% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১৯.৫১% এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ১ কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিকদের হার ১১.৩৮% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২১.৯৫%-এ। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে স্বল্প আয়কারীর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং অধিক আয়কারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।** উল্লেখ্য, সম্পদের ঘর পূরণ না করাদের স্বল্প আয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৫ জন (২৬.৩২%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ১৬ জন (২৮.০৭%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ১২ জন (২১.০৫%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৫ জনের (৮.৭৭%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ৯ জনের (১৫.৭৯%) ১ কোটি ১ টাকা।

  সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিকদের হার ৪৭.৮১% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২৬.৩২% এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ১ কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিকদের হার ৩.৫৫% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১৫.৭৯%-এ। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে স্বল্প আয়কারীর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং অধিক আয়কারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৫ জন (৩৬.৫৯%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম, ৮ জন (১৯.৫১%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৬ জন (১৪.৬৩%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৪ জনের (৯.৭৬%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ৩ জনের (৭.৩২%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ৩ জনের (৭.৩২%) ৫ কোটি টাকার অধিক। ২ জন (৪.৮৮%) সম্পদের ঘর পূরণ করেননি।

  রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিকদের হার ৫০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৪১.৪৭% এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ১ কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিকদের হার ৩.৭০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১৪.৬৩%-এ। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে স্বল্প আয়কারীর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং অধিক আয়কারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।** উল্লেখ্য, সম্পদের ঘর পূরণ না করাদের স্বল্প আয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ২৫৮ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭১ জন (২৭.৫২%) বছরে ২ লক্ষ টাকার কম, ৭৬ জন (২৯.৪৬%) ২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ৪৩ জন (১৬.৬৭%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ২২ জন (৮.৫৩%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৩০ জন (১১.৬৩%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ৮ জন (৩.১০%) ১ কোটি টাকার অধিক আয় করেন। ৮ জন (৩.১০%) আয়ের ঘর পূরণ করেননি।

৫টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিকদের হার ৪৫.০৭% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৩০.৬২% এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ১ কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিকদের হার ৬.৩০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১৪.৭২%-এ। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে স্বল্প আয়কারীর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং অধিক আয়কারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।** উল্লেখ্য, সম্পদের ঘর পূরণ না করাদের স্বল্প আয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

- সকল সিটিতেই স্বল্প সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পক্ষান্তরে অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সকল সিটি কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে স্বল্প সম্পদের মালিকদের হার সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত ক্রমানুসারে রাজশাহী ৪১.৪৬%, গাজীপুর ৩৮.৯৬%, সিলেট ২৬.৩২% খুলনা ২১.৪৩% এবং বরিশাল ১৯.৫১%। অনুরূপভাবে অধিক সম্পদের মালিকদের হার সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত বরিশাল ২১.৯৫%, সিলেট ১৫.৭৯%, রাজশাহী ১৪.৬৩%, খুলনা ১৪.২৮% এবং গাজীপুর ২৩.৩৮%।

৬. দায়-দেনা

৬.১ নবনির্বাচিত মেয়র ও নির্ভরশীলদের দায়-দেনাঃ

সিটি কর্পোরেশন	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	দায়-দেনা উলেখকারী	মোট প্রার্থী
গাজীপুর	০	০	০	০	০	০	০	১
	০%	০%	০%	০%	০%	০%	০%	১০০%
খুলনা	০	০	০	০	১	০	০	১
	০%	০%	০%	০%	১০০%	০%	০%	১০০%
বরিশাল	০	০	০	০	০	০	০	১
	০%	০%	০%	০%	০%	০%	০%	১০০%
সিলেট	০	০	০	০	০	০	০	১
	০%	০%	০%	০%	০%	০%	০%	১০০%
রাজশাহী	০	১	০	০	০	০	০	১
	০%	১০০%	০%	০%	০%	০%	০%	১০০%
সর্বমোট	**০**	**১**	**০**	**০**	**১**	**০**	**০**	**৫**
	০%	**২০%**	**০%**	**০%**	**২০%**	**০%**	**০%**	**১০০%**

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫ জন মেয়রের মধ্যে ২ জনের (৪০%) নিজের এবং নির্ভরশীলদের দায়-দেনা রয়েছে।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের দায়-দেনার পরিমাণ ১ কোটি ৩৪ লাখ ৩০ হাজার ৭৭৬ টাকা এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের দায়-দেনার পরিমাণ ২০ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

৬.২ নবনির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও নির্ভরশীলদের দায়-দেনাঃ

সিটি কর্পোরেশন	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	দায়-দেনা উল্লেখকারী	মোট প্রার্থী
গাজীপুর	২	৪	৬	৩	১২	৩	৩০	৫৭
	৩.৫১%	৭.০২%	১০.৫৩%	৫.২৬%	২১.০৫%	৫.২৬%	৫২.৬৩%	১০০%
খুলনা	০	৪	১	১	২	৩	১১	৩১
	০.০০%	১২.৯০%	৩.২৩%	৩.২৩%	৬.৪৫%	৯.৬৮%	৩৫.৪৮%	১০০%
বরিশাল	২	৩	২	২	১	০	১০	৩০
	৬.৬৭%	১০.০০%	৬.৬৭%	৬.৬৭%	৩.৩৩%	০.০০%	৩৩.৩৩%	১০০%
সিলেট	১	২	০	২	২	০	৭	৪২
	২.৩৮%	৪.৭৬%	০.০০%	৪.৭৬%	৪.৭৬%	০.০০%	১৬.৬৭%	১০০%
রাজশাহী	০	২	০	২	১	০	৫	৩০
	০.০০%	৬.৬৭%	০.০০%	৬.৬৭%	৩.৩৩%	০.০০%	১৬.৬৭%	১০০%
সর্বমোট	**৫**	**১৫**	**৯**	**১০**	**১৮**	**৬**	**৬৩**	**১৯০**
	২.৬৩%	**৭.৮৯%**	**৪.৭৪%**	**৫.২৬%**	**৯.৪৭%**	**৩.১৬%**	**৩৩.১৬%**	**১০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩০ জনের (৫২.৬৩%) দায়-দেনা রয়েছে। ২ জনের (৩.৫১%) দায়-দেনা রয়েছে ৫ লক্ষ টাকার কম, ৪ জনের (৭.০২%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৬ জনের (১০.৫৩%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৩ জনের (৫.২৬%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ১২ জনের (২১.০৫%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ৩ জনের (৫.২৬%) ৫ কোটি টাকার অধিক।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩১ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১১ জনের (৩৫.৪৮%) দায়-দেনা রয়েছে। ৪ জনের (১২.৯০%) দায়-দেনা রয়েছে (৭.০২%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ১ জনের (৩.২৩%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা১ জনের (৩.২৩%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ২ জনের (৬.৪৫%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ৩ জনের (৯.৬৮%) ৫ কোটি টাকার অধিক।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১০ জনের (৩৩.৩৩%) দায়-দেনা রয়েছে। ২ জনের (৬.৬৭%) দায়-দেনা রয়েছে ৫ লক্ষ টাকার কম, ৩ জনের (১০%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ২ জনের (৬.৬৭%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ২ জনের (৬.৬৭%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ১ জনের (৩.৩৩%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জনের (১৬.৬৭%) দায়-দেনা রয়েছে। ১ জনের (২.৩৮%) দায়-দেনা রয়েছে ৫ লক্ষ টাকার কম, ২ জনের (৪.৭৬%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ২ জনের (৪.৭৬%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ২ জনের (৪.৭৬%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জনের (১৬.৬৭%) দায়-দেনা রয়েছে। ২ জনের (৬.৬৭%) দায়-দেনা রয়েছে ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ২ জনের (৬.৬৭%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ১ জনের (৪.৭৬%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৬৩ জনের (৩৩.১৬%) দায়-দেনা রয়েছে। ৫ জনের (২.৬৩%) দায়-দেনা রয়েছে ৫ লক্ষ টাকার কম, ১৫ জনের (৭.৮৯%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৯ জনের (৪.৭৪%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ১০ জনের (৫.২৬%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ১৮ জনের (৯.৪৭%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ৬ জনের (৩.৩১%) ৫ কোটি টাকার অধিক।

৬.৩ নবনির্বাচিত সংরক্ষিত ওয়ার্ড (নারী) কাউন্সিলর ও নির্ভরশীলদের দায়-দেনাঃ

সিটি কর্পোরেশন	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	দায়-দেনা উলেখকারী	মোট
গাজীপুর	১	০	৩	১	০	০	৫	১৯
	৫.২৬%	০.০০%	১৫.৭৯%	৫.২৬%	০.০০%	০.০০%	২৬.৩২%	১০০.০০%
খুলনা	০	০	০	০	০	০	০	১০
	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১০০%
বরিশাল	০	১	০	০	০	০	১	১০
	০.০০%	১০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১০%	১০০%
সিলেট	০	০	০	০	০	০	০	১৪
	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	১০০%
রাজশাহী	০	১	১	০	০	০	২	১০
	০.০০%	১০%	১০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	২০%	১০০%
সর্বমোট	**১**	**২**	**৪**	**১**	**০**	**০**	**৮**	**৬৩**
	১.৫৯%	**৩.১৭%**	**৬.৩৫%**	**১.৫৯%**	**০.০০%**	**০.০০%**	**১২.৭০%**	**১০০.০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জনের (২৬.৩২%) দায়-দেনা রয়েছে। ১ জনের (৫.২৬%) দায়-দেনা রয়েছে ৫ লক্ষ টাকার কম, ৩ জনের (১৫.৭৯%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং ১ জনের (৫.২৬%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে কারো কোনো দায়-দেনা নেই।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জনের (১০%) ৫ জনের দায়-দেনা রয়েছে। এই দায়-দেনার পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকার কম।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৪ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে কারো কোনো দায়-দেনা নেই।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জনের (২০%) দায়-দেনা রয়েছে। ১ জনের (১০%) দায়-দেনার পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকার কম এবং অপর জনের (১০%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৬৩ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জনের (১২.৭০%) দায়-দেনা রয়েছে। ১ জনের (১.৫৯%) দায়-দেনা রয়েছে ৫ লক্ষ টাকার কম, ২ জনের (৩.১৭%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৪ জনের (৬.৩৫%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং ১ জনের (১.৫৯%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা।

৬.৪ নবনির্বাচিত সকল জনপ্রতিনিধি ও নির্ভরশীলদের দায়-দেনাঃ

সিটি কর্পোরেশন	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	দায়-দেনা উলেখকারী	মোট প্রার্থী
গাজীপুর	৩	৪	৯	৪	১২	৩	৩৫	৭৭
	৩.৯০%	৫.১৯%	১১.৬৯%	৫.১৯%	১৫.৫৮%	৩.৯০%	৪৫.৪৫%	১০০%
খুলনা	০	৪	১	১	৩	৩	১২	৪২

	০.০০%	৯.৫২%	২.৩৮%	২.৩৮%	৭.১৪%	৭.১৪%	২৮.৫৭%	১০০%
বরিশাল	২	৪	২	২	১	০	১১	৪১
	৪.৮৮%	৯.৭৬%	৪.৮৮%	৪.৮৮%	২.৪৪%	০.০০%	২৬.৮৩%	১০০%
সিলেট	১	২	০	২	২	০	৭	৫৭
	১.৭৫%	৩.৫১%	০.০০%	৩.৫১%	৩.৫১%	০.০০%	১২.২৮%	১০০%
রাজশাহী	০	৪	১	২	১	০	৮	৪১
	০.০০%	৯.৭৬%	২.৪৪%	৪.৮৮%	২.৪৪%	০.০০%	১৯.৫১%	১০০%
সর্বমোট	**৬**	**১৮**	**১৩**	**১১**	**১৯**	**৬**	**৭৩**	**২৫৮**
	২.৩৩%	**৬.৯৮%**	**৫.০৪%**	**৪.২৬%**	**৭.৩৬%**	**২.৩৩%**	**২৮.২৯%**	**১০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩৫ জনের (৪৫.৪৫%) দায়-দেনা রয়েছে। ৩ জনের (৩.৯০%) দায়-দেনা রয়েছে ৫ লক্ষ টাকার কম, ৪ জনের (৫.১৯%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ৯ জনের (১১.৬৯%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৪ জনের (৫.১৯%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ১২ জনের (১৫.৫৮%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ৩ জনের (৩.৯০%) ৫ কোটি টাকার অধিক।

  গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে দেনাদারদের হার ২৯.৭৩% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৪৫.৪৫% এবং কোটি টাকার অধিক দেনাদারদের হার ৮.৭১% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১৯.৪৮%। উভয় ক্ষেত্রেই **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১২ জনের (২৮.৫৭%) দায়-দেনা রয়েছে। ৪ জনের (৩.৯০%) দায়-দেনা রয়েছে ২৫ লক্ষ টাকার কম, ১ জনের (২.৩৮%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ১ জনের (২.৩৮%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ৩ জনের (৭.১৪%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ৩ জনের (৭.১৪%) ৫ কোটি টাকার অধিক।

  খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে দেনাদারদের হার ১৭.৮৮% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২৮.৫৭% এবং কোটি টাকার অধিক দেনাদারদের হার ৬.৭০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২৮.৫৭%। উভয় ক্ষেত্রেই **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন জনপ্রতিনিধির রর মধ্যে ১১ জনের (২৬.৮৩%) দায়-দেনা রয়েছে। ২ জনের (৪.৮৮%) দায়-দেনা রয়েছে ৫ লক্ষ টাকার কম, ৪ জনের (৯.৭৬%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ২ জনের (৪.৮৮%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ২ জনের (৪.৮৮%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ১ জনের (২.৪৪%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা।

  বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে দেনাদারদের হার ১৬.৭৭% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২৬.৮৩% এবং কোটি টাকার অধিক দেনাদারদের হার ২.৯৯% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২৬.৮৩%। উভয় ক্ষেত্রেই **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জনের (১২.২৮%) দায়-দেনা রয়েছে। ১ জনের (১.৭৫%) দায়-দেনা রয়েছে ৫ লক্ষ টাকার কম, ২ জনের (৩.৫১%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ২ জনের (৩.৫১%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ২ জনের (৩.৫১%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা।

  সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে দেনাদারদের হার ৮.৭৪% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১২.২৮% এবং কোটি টাকার অধিক দেনাদারদের হার ১.০৯% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৩.৫১%। উভয় ক্ষেত্রেই **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জনের (১৯.৫২%) দায়-দেনা রয়েছে। ৪ জনের (৯.৭৬%) দায়-দেনা রয়েছে ২৫ লক্ষ টাকার কম, ১ জনের (২.৪৪%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ২ জনের (৪.৮৮%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং ১ জনের (২.৪৪%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা।

  রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে দেনাদারদের হার ১১.১১% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১৯.৫১% এবং কোটি টাকার অধিক দেনাদারদের হার ০.৬২% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২.৪৩%। উভয় ক্ষেত্রেই **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ২৫৮ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৩ জনের (২৮.২৯%) দায়-দেনা রয়েছে। ৬ জনের (২.৩৩%) দায়-দেনা রয়েছে ৫ লক্ষ টাকার কম, ১৮ জনের (৬.৯৮%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা, ১৩ জনের (৫.০৪%) ২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ১১ জনের (৪.২৬%) ৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, ১৯ জনের (৭.৩৬%) ১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা এবং ৬ জনের (২.৩৩%) ৫ কোটি টাকার অধিক।

  পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে দেনাদারদের হার ১৭.৩১% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২৮.২৯% এবং কোটি টাকার অধিক দেনাদারদের হার ৪.২২% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৭.৭৫%। উভয় ক্ষেত্রেই **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- সকল সিটিতেই দেনাদারদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

- সিটি কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে দেনাদারদের হার সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত ক্রমানুসারে গাজীপুর ৪৫.৪৫%, খুলনা ২৮.৫৭%, বরিশাল ২৬.৮৩%, রাজশাহী ১৯.৫১% এবং সিলেট ১২.২৮%।

৭. আয়কর প্রদান

৭.১ নবনির্বাচিত মেয়রদের আয়কর প্রদানের তথ্যঃ

সিটি কর্পোরেশন	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট কর প্রদানকারী	সর্বমোট
গাজীপুর	০	০	০	০	০	০	০	০	১ ১০০%
খুলনা	০	০	০	০	১ ১০০%	০	০	১ ১০০%	১ ১০০%
বরিশাল	০	০	০	১ ১০০%	০	০	০	১ ১০০%	১ ১০০%
সিলেট	০	০	০	০	০	০	০	০	১ ১০০%
রাজশাহী	০	০	০	০	০	০	১ ১০০%	১ ১০০%	১ ১০০%
সর্বমোট	০	০	০	১ ২০%	১ ২০%	০	১ ২০%	৩ ৬০%	৫ ১০০%

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫ জন মেয়রের মধ্যে ৩ জনের (৪০%) আয়কর প্রদানের তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সর্বশেষ অর্থবছরে ৫১ লক্ষ টাকা, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক ২ লাখ ৫ হাজার ৯০৮ টাকা এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র ৫৩ হাজার ২৭৪ টাকা আয়কর প্রদান করেছেন।

৭.২ নবনির্বাচিত সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের আয়কর প্রদানের তথ্যঃ

সিটি কর্পোরেশন	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট কর প্রদানকারী	মোট প্রার্থী
গাজীপুর	৮	৫	৯	৬	১০	৫	২	৪৫	৫৭
	১৪.০৪%	৮.৭৭%	১৫.৭৯%	১০.৫৩%	১৭.৫৪%	৮.৭৭%	৩.৫১%	৭৮.৯৫%	১০০%

খুলনা	৪	১	২	২	১	২	৪	১৬	৩১
	১২.৯০%	৩.২৩%	৬.৪৫%	৬.৪৫%	৩.২৩%	৬.৪৫%	১২.৯০%	৫১.৬১%	১০০%
বরিশাল	৩	০	৬	১	২	০	২	১৪	৩০
	১০.০০%	০.০০%	২০.০০%	৩.৩৩%	৬.৬৭%	০.০০%	৬.৬৭%	৪৬.৬৭%	১০০%
সিলেট	৯	১	৭	৬	৪	১	০	২৮	৪২
	২১.৪৩%	২.৩৮%	১৬.৬৭%	১৪.২৯%	৯.৫২%	২.৩৮%	০.০০%	৬৬.৬৭%	১০০%
রাজশাহী	৫	৫	৪	১	১	০	২	১৮	৩০
	১৬.৬৭%	১৬.৬৭%	১৩.৩৩%	৩.৩৩%	৩.৩৩%	০.০০%	৬.৬৭%	৬০.০০%	১০০%
সর্বমোট	**২৯**	**১২**	**২৮**	**১৬**	**১৮**	**৮**	**১০**	**১২১**	**১৯০**
	১৫.২৬%	**৬.৩২%**	**১৪.৭৪%**	**৮.৪২%**	**৯.৪৭%**	**৪.২১%**	**৫.২৬%**	**৬৩.৬৮%**	**১০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪৫ জন (৭৮.৯৫%) কর প্রদান করেছেন। ৮ জন (১৪.০৪%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ৫ জন (৮.৭৭%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, ৯ জন (১৫.৭৯%) ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা, ৬ জন (১০.৫৩%) ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা, ১০ জন (১৭.৫৪%) ১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ৫ জন (৮.৭৭%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা এবং ২ জন (৩.৫১%) সর্বশেষ অর্থবছরে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩১ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৬ জন (৫১.৬১%) কর প্রদান করেছেন। ৪ জন (১২.৯০%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ১ জন (৩.২৩%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, ২ জন (৬.৪৫%) ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা, ২ জন (৬.৪৫%) ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা, ১ জন (৩.২৩%) ১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ২ জন (৬.৪৫%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা এবং ৪ জন (১২.৯০%) সর্বশেষ অর্থবছরে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৪ জন (৪৬.৬৭%) কর প্রদান করেছেন। ৩ জন (১০%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ৬ জন (২০%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা, ১ জন (৩.৩৩%) ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা, ২ জন (৬.৬৭%) ১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং ২ জন (৬.৬৭%) সর্বশেষ অর্থবছরে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৮ জন (৬৬.৬৭%) কর প্রদান করেছেন। ৯ জন (২১.৪৩%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ১ জন (২.৩৮%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, ৭ জন (১৬.৬৭%) ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা, ৬ জন (১৪.২৯%) ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা, ৪ জন (৯.৫২%) ১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং ১ জন (২.৩৮%) সর্বশেষ অর্থবছরে ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৩০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৮ জন (৬০%) কর প্রদান করেছেন। ৫ জন (১৬.৬৭%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ৫ জন (১৬.৬৭%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, ৪ জন (১৩.৩৩%) ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা, ১ জন (৩.৩৩%) ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা, ১ জন (৩.৩৩%) ১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ২ জন (৬.৬৭%) সর্বশেষ অর্থবছরে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯০ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১২১ জন (৬৩.৬৮%) কর প্রদান করেছেন। ২৯ জন (১৫.২৬%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ১২ জন (৬.৩২%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, ২৮ জন (১৪.৭৪%) ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা, ১৬ জন (৮.৪২%) ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা, ১৮ জন (৯.৪৭%) ১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ৮ জন (৪.২১%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা এবং ১০ জন (৫.২৬%) সর্বশেষ অর্থবছরে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।

৭.৩ নবনির্বাচিত সংরক্ষিত ওয়ার্ড (নারী) কাউন্সিলরদের আয়কর প্রদানের তথ্যঃ

সিটি কর্পোরেশন	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট কর প্রদানকারী	মোট
গাজীপুর	৮	১	১	১	০	০	০	১১	১৯
	৪২.১১%	৫.২৬%	৫.২৬%	৫.২৬%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	৫৭.৮৯%	১০০.০০%
খুলনা	৫	০	০	০	০	০	০	৫	১০
	৫০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	৫০%	১০০%
বরিশাল	২	০	১	০	০	০	০	৩	১০
	২০%	০.০০%	১০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	৩০%	১০০%
সিলেট	১	১	১	০	০	০	০	৩	১৪
	৭.১৪%	৭.১৪%	৭.১৪%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	২১.৪২%	১০০%
রাজশাহী	৬	০	০	০	০	০	০	৬	১০
	৬০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	৬০%	১০০%
সর্বমোট	**২২**	**২**	**৩**	**১**	**০**	**০**	**০**	**২৮**	**৬৩**
	৩৪.৯২%	**৩.১৭%**	**৪.৭৬%**	**১.৫৯%**	**০.০০%**	**০.০০%**	**০.০০%**	**৪৪.৪৪%**	**১০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৯ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১১ জন (৫৭.৮৯%) কর প্রদান করেছেন। ৮ জন (৪২.১১%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ১ জন (৫.২৬%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, ১ জন (৫.২৬%) ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা এবং ১ জন (৫.২৬%) সর্বশেষ অর্থবছরে ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জন (৫০%) কর প্রদান করেছেন। সকলেই সর্বশেষ অর্থবছরে ৫ হাজার টাকা বা তার কম কর প্রদান করেছেন।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জন (৩০%) কর প্রদান করেছেন। ২ জন (২০%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম এবং ১ জন (১০%) সর্বশেষ অর্থবছরে ১০ হাজার টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১৪ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জন (২১.৪২%) কর প্রদান করেছেন। ১ জন (৭.১৪%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ১ জন (৭.১৪%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা এবং ১ জন (৭.১৪%) সর্বশেষ অর্থবছরে ১০ হাজার টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৬ জন (৬০%) কর প্রদান করেছেন। সকলেই সর্বশেষ অর্থবছরে ৫ হাজার টাকা বা তার কম কর প্রদান করেছেন।
- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৬৩ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৮ জন (৪৪.৪৪%) কর প্রদান করেছেন। ২২ জন (৩৪%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ২ জন (৩.১৭%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, ৩ জন (৪.৭৬%) ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা এবং ১ জন (১.৫৯%) সর্বশেষ অর্থবছরে ৫০ হাজার টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।

৭.৪ নবনির্বাচিত সকল জনপ্রতিনিধির আয়কর প্রদানের তথ্যঃ

সিটি কর্পোরেশন	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট কর প্রদানকারী	মোট প্রার্থী
গাজীপুর	১৬	৬	১০	৭	১০	৫	২	৫৬	৭৭
	২০.৭৮%	৭.৭৯%	১২.৯৯%	৯.০৯%	১২.৯৯%	৬.৪৯%	২.৬০%	৭২.৭৩%	১০০%
খুলনা	৯	১	২	২	২	২	৪	২২	৪২
	২১.৪৩%	২.৩৮%	৪.৭৬%	৪.৭৬%	৪.৭৬%	৪.৭৬%	৯.৫২%	৫২.৩৮%	১০০%
বরিশাল	৫	০	৭	২	২	০	২	১৮	৪১
	১২.২০%	০.০০%	১৭.০৭%	৪.৮৮%	৪.৮৮%	০.০০%	৪.৮৮%	৪৩.৯০%	১০০%
সিলেট	১১	২	৮	৬	৪	১	০	৩২	৫৭
	১৯.৩০%	৩.৫১%	১৪.০৪%	১০.৫৩%	৭.০২%	১.৭৫%	০.০০%	৫৬.১৪%	১০০%
রাজশাহী	১১	৫	৪	১	১	০	৩	২৫	৪১
	২৬.৮৩%	১২.২০%	৯.৭৬%	২.৪৪%	২.৪৪%	০.০০%	৭.৩২%	৬০.৯৮%	১০০%
সর্বমোট	**৫২**	**১৪**	**৩১**	**১৮**	**১৯**	**৮**	**১১**	**১৫৩**	**২৫৮**
	২০.১৬%	**৫.৪৩%**	**১২.০২%**	**৬.৯৮%**	**৭.৩৬%**	**৩.১০%**	**৪.২৬%**	**৫৯.৩০%**	**১০০%**

- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৭৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫৬ জন (৭২.৭৩%) কর প্রদান করেছেন। ১৬ জন (২০.৭৮%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ৬ জন (৭.৭৯%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, ১০ জন (১২.৯৯%) ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা, ৭ জন (৯.০৯%) ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা, ১০ জন (১২.৯৯%) ১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ৫ জন (৬.৪৯%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা এবং ২ জন (২.৬০%) সর্বশেষ অর্থবছরে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।

  গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীদের হার ৬৩.৩৬% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৭২.৭৩। %) ৫ হাজার টাকা বা তার কম কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৩২.৪৩% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২০.৭৮%। অপরদিকে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৯.৯১% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২২.০৮%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় অধিক কর প্রদানকারীদের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে স্বল্প কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।**

- খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪২ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২২ জন (৫২.৩৮%) কর প্রদান করেছেন। ৯ জন (২১.৪৩%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ১ জন (২.৩৮%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, ২ জন (৪.৭৬%) ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা, ২ জন (৪.৭৬%) ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা, ২ জন (৪.৭৬%) ১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ২ জন (৪.৭৬%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা এবং ৪ জন (৯.৫২%) সর্বশেষ অর্থবছরে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।

  খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীদের হার ৩৪.০৮% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৫২.৩৮। %) ৫ হাজার টাকা বা তার কম কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ১৬.২০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২১.৪৩%। অপরদিকে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৭.৮২% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১৯.০৪%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় অধিক কর প্রদানকারী এবং স্বল্প কর প্রদানকারীদের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।**

- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন জনপ্রতিনিধির রর মধ্যে ১৮ জন (৪৩.৯০%) কর প্রদান করেছেন। ৫ জন (১২.২০%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ৭ জন (৭.৭৯%) ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা, ২ জন (৪.৮৮%) ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা, ২ জন (৪.৮৮%) ১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ২ জন (৪.৮৮%) সর্বশেষ অর্থবছরে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।

  বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীদের হার ৩৭.১৩% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৪৩.৯০। %) ৫ হাজার টাকা বা তার কম কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ১৬.৭৭% থাকলেও বিজয়ীদের

মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১২.২০%। অপরদিকে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৫.৯৯% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৯.৭৬%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় অধিক কর প্রদানকারীদের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে স্বল্প কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।**

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৫৭ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩২ জন (৫৬.১৪%) কর প্রদান করেছেন। ১১ জন (১৯.৩০%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ২ জন (৩.৫১%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, ৮ জন (১৪.০৪%) ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা, ৬ জন (১০.৫৩%) ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা, ৪ জন (৭.০২%) ১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং ১ জন (১.৭৫%) সর্বশেষ অর্থবছরে ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।

  সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীদের হার ৪২.০৮% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৫৬.৯০%। ৫ হাজার টাকা বা তার কম কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ২৭.০৫% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১৯.৩০%। অপরদিকে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৩% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৮.৭৭%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় অধিক কর প্রদানকারীদের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে স্বল্প কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।**

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ৪১ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৫ জন (৬০.৯৮%) কর প্রদান করেছেন। ১১ জন (২৬.৮৩%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ৫ জন (১২.২০%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, ৪ জন (৯.৭৬%) ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা, ১ জন (২.৪৪%) ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা, ১ জন (২.৪৪%) ১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং ৩ জন (৭.৩২%) সর্বশেষ অর্থবছরে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।

  রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীদের হার ৫৯.৩০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৬০.৯৮%। ৫ হাজার টাকা বা তার কম কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৩০.৮৬% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২৬.৮৩%। অপরদিকে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৩.৭০% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৯.৭৬%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় অধিক কর প্রদানকারীদের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে স্বল্প কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।**

- পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ২৫৮ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৫৩ জন (৫৯.৩০%) কর প্রদান করেছেন। ৫২ জন (২০.১৬%) ৫ হাজার টাকা বা তার কম, ১৪ জন (৫.৪৩%) ৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, ৩১ জন (১২.০২%) ১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা, ১৮ জন (৬.৯৮%) ৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা, ১৯ জন (৭.৩৬%) ১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা, ৮ জন (৩.১০%) ৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা এবং ১১ জন (৪.২৬%) সর্বশেষ অর্থবছরে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন।

  ৫টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীদের হার ৫৩.১১% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ৫৯.৩০%। ৫ হাজার টাকা বা তার কম কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ২৬.০১% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ২০.১৬%। অপরদিকে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৬.১৩% থাকলেও বিজয়ীদের মধ্যে তা দাড়িয়েছে ১৪.৪৩%। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বিজয়ীদের মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় অধিক কর প্রদানকারীদের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে স্বল্প কর প্রদানকারীদের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।**

- সকল সিটিতেই কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

- সিটি কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে কর প্রদানকারীর হার সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত ক্রমানুসারে গাজীপুর ৭২.৭৩%, %, রাজশাহী ৬০.৯৮%, সিলেট ৫৬.৯০% খুলনা ৫২.৩৮% এবং বরিশাল ৪৩.৯০।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনসমূহের ভোটাররা কী ধরনের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন তা সহজেই বুঝা যাবে। বিষয়টি ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

নির্বাচন মূল্যায়ন

সুজন-এর পক্ষ থেকে অন্যান্য পর্যবেক্ষক সংস্থার মতো গতানুগতিকভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয় না। নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নজর রাখা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ সম্মেলনসহ বিভিন্নভাবে নির্বাচনের পূর্বধারণা সম্পর্কে মতামত এবং সুষ্ঠু নির্বাচনে করণীয় সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

নির্বাচনের পূর্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশন, সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রার্থী ও সমর্থক, গণমাধ্যম, সচেতন নাগরিক এবং ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংশিষ্ট সকলের করণীয় সম্পর্কে

কিছু আহ্বান তুলে ধরা হয়েছিল। পাশাপাশি আচরণবিধি ভঙ্গের ব্যাপারে কঠোর হওয়াসহ ইভিএম নিয়ে কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল। এখন আমরা বিভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের পর্যবেক্ষণগুলো তুলে ধরছি।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন: গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন দেশের সর্ববৃহৎ সিটি কর্পোরেশন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশ না নিলেও এই নির্বাচন কেমন হবে, তা নিয়ে জনমনে সংশয় ছিল। কেননা ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে বিরোধ তৈরি হওয়ায় নির্বাচনকালে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত ছিল। ক্ষমতাসীন দলের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসাবে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও, তা বাতিল হয়। তবে তাঁর মা প্রার্থী হিসাবে মাঠে ছিলেন এবং জাহাঙ্গীর আলম তাঁর হয়ে কাজ করছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে জাহাঙ্গীর আলমের মা স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়েদা খাতুনই যেন হয়ে উঠেছিলেন ক্ষমতাসীন দলের বিদ্রোহী প্রার্থী। নির্বাচনি গণ-সংযোগকালে মেয়র প্রার্থী জায়েদা খাতুনের গাড়িতে একাধিকবার হামলা করার অভিযোগ উঠেছিল। শুধুমাত্র জায়েদা খাতুনই নন নির্বাচনি প্রচারণাকালে অনেক প্রার্থীর বিরুদ্ধেই আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ ওঠে। তবে রিটানিং অফিসার সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের সতর্কীকরণ নোটিশ দিয়েছেন এবং ক্ষমতাসীন দলের মেয়র প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশনে ডেকে সতর্ক করা হয়েছে। পাশাপাশি কোনো কোনো প্রার্থীকে জরিমানাও করা হয়েছে। নির্বাচনের আগেরদিন ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী আজিজুর রহমানের প্রার্থীতা নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে নির্বাচন কমিশন থেকে বাতিল করা হয়েছে। নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি ভালো ছিল।

নির্বাচনের দিন সকল ভোটকেন্দ্র ও বুথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটকেন্দ্রে ছিলেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়েদা খাতুন একজন আলোচিত প্রার্থী হলেও, সকল ভোটকেন্দ্রে তাঁর পোলিং এজেন্ট ছিলেন না। অন্যান্য মেয়র প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের তেমনটা চোখে পড়েনি। তবে কাউন্সিলর প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতি ভালো ছিল।

ভোট গ্রহণকালে কোনো কোনো ভোটকেন্দ্রে ইভিএম জটিলতা, আঙ্গুলের ছাপ এবং কোথাও কোথাও ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া স্লো হওয়ার অভিযোগ ছিল। এইসব কারণে কেউ কেউ ভোট না দিয়েই ফিরে গিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। তিনটি ভোটকেন্দ্রের গোপন বুথে ঢুকে পড়ার অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, ছোট-খাটো কিছু অভিযোগ থাকলেও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সুষ্ঠু হয়েছে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল খুলনা সিটি কর্পোরেশন এই নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী কোনো প্রার্থী ছিল না। ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটার ভোটকেন্দ্রে যাবেন কি না তা নিয়ে জনমনে সংশয় ছিল। নির্বাচনি প্রচারণাকালে অনেক প্রার্থীর বিরুদ্ধেই আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ ওঠে। রিটানিং অফিসার কোনো কোনো প্রার্থীদের সতর্কীকরণ নোটিশ দিয়েছেন এবং কোনো কোনো প্রার্থীকে জরিমানাও করেছেন। পাশাপাশি নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে ৩ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর প্রার্থীতা কেন বাতিল করা হবে না, এই মর্মে তাদের প্রতি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছেন। পরবর্তীতে মুচলেকা দিয়ে তারা নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি ভালো ছিল।

ভোট গ্রহণকালে কোনো কোনো ভোটকেন্দ্রে ইভিএম জটিলতা, আঙ্গুলের ছাপ এবং কোথাও কোথাও ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া স্লো হওয়ার অভিযোগ ছিল। এইসব কারণে কেউ কেউ ভোট না দিয়েই ফিরে গিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। নির্বাচনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অভিযোগ করেছে, খুলনা সিটিতে ১৫ থেকে ২০ ভাগ ভোট পড়লেও কারসাজি করে ভোট পরার হার অনেক বেশি দেখানো হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এম শফিকুর রহমান মুশফিক এই নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, ছোট-খাটো কিছু অভিযোগ থাকলেও খুলনা সিটি কর্পোরেশন সুষ্ঠু হয়েছে।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে যে পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যে বরিশাল অন্যতম। মেয়র পদে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে বিরোধ তৈরি হওয়ায় বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের দিকে সারাদেশের সচেতন মানুষদের দৃষ্টি ছিল, যেমনটা ছিল গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের দিকে। তফসিল ঘোষণার পর প্রথম দিকেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ'র কর্মী-সমর্থকদের ওপর মনোনয়ন বঞ্চিত মেয়র সাদিক আব্দুল্লাহ'র সমর্থক কর্তৃক একাধিকবার হামলা অভিযোগ পত্র-পত্রিকায় এসেছে। ফলে প্রচার-প্রচারণায় স্বতঃস্ফূর্ততার দিক থেকে ক্ষমতাসীন দলের সকল স্তরের নেতা-কর্মীরা ব্যাপক সরব না হলেও, অন্তর্দলীয় কোন্দলে দলের মধ্যে উত্তাপ ছিল। তাদের মধ্যে সংশয় ছিল ফলাফল নিয়েও। কেননা অন্তর্কলহের সুফল নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্য কোনো দল বা প্রার্থী পেয়ে যেতে পারেন, এমন ধারণা অনেকেই করেছিলেন।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সবচেয়ে বড় অনাকাঙ্ক্ষিত এবং চরম নিন্দনীয় ঘটনা ছিল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে হাতপাখা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী সৈয়দ মোঃ ফয়জুল করিমের ওপর হামলা ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সিলেট ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। পাশাপাশি তারা বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফলও প্রত্যাখ্যান করে।

এছাড়াও পোলিং এজেন্টদের ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে না দেওয়া, কোথাও কোথাও ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া, ভোট প্রদানে বাঁধা দেওয়া, জাল ভোট দেয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুল হাসান। পাশাপাশি ইভিএম জটিলতা, আঙ্গুলের ছাপ না মেলা, কোথাও কোথাও ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া স্লো হওয়া ইত্যাদি অভিযোগ বরিশালেও ছিল।

তবে নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি ভালো ছিল এবং সার্বিক বিবেচনায় ছোট-খাটো কিছু অভিযোগ থাকলেও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন সুষ্ঠু হয়েছে।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন: সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ না থাকায় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদের নির্বাচন ছিল অনেকাংশে প্রতিযোগিতাহীন। বরিশালের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সিলেট ও রাজশাহী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেওয়ায় এই দুটি নির্বাচন আরও প্রতিযোগিতাহীন হয়ে পড়ে। তবে কাউন্সিলর পদ প্রার্থীদের কারণে সিলেট সিটি নির্বাচনের পরিবেশ মাঝে মাঝেই উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। আচরণবিধি ভঙ্গের ঘটনাও মাঝে মাঝেই পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠে একজন কাউন্সিলর প্রার্থীর পক্ষে তার সমর্থকদের প্রতিদ্বন্দ্বী কাউন্সিলর প্রার্থীকে হুমকী প্রদান ও ভয় দেখানোর জন্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মহড়া দেওয়ার ঘটনা। এসব কারণে নির্বাচন কেমন হবে, তা নিয়ে সংশয় ও শঙ্কা ছিল। তবে অস্ত্র প্রদর্শনের ব্যাপারে ইতোমধ্যেই কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা এবং একই অভিযোগে ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী আফতাব হোসেনের প্রার্থীতা বাতিল করা ছিল প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ। পাশাপাশি আরচণ বিধি ভঙ্গের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে প্রার্থীদের সতর্ক করাসহ ব্যবস্থা নিতে দেখা গিয়েছে। অন্যান্য সিটির মতো সিলেটেও ইভিএম জটিলতা ছিল। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, স্বতন্ত্র প্রার্থ শাহ জাহানের প্রায় ৩০ হাজার ভোট প্রাপ্তি ভোটের হার বেশি দেখানোর কারসাজির অংশ।

একটি ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যথাযথ আচরণ করেনি বলে আমাদের মনে হয়েছে। তা হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে হলফনামায় তথ্য গোপনের অভিযোগ। অভিযোগ ছিল যে, আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে এবং সম্পদের ক্ষেত্রে তথ্য গোপন করেছেন। হলফ নামায় তিনি বি এ অনার্স উল্লেখ করলেও তিনি এই শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী নন বলে অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি তিনি দেশের বাইরে তাঁর এবং স্ত্রীর সম্পদের হিসাব তিনি হলফনামায় উল্লেখ করেননি। নির্বাচন কমিশন বিষয়টির সঠিকতা যাচাইয়ের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি না, তা জানা যায়নি।

তবে নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি ভালো ছিল এবং সার্বিক বিবেচনায় ছোট-খাটো কিছু অভিযোগ থাকলেও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন সুষ্ঠু হয়েছে।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন: খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মতো রাজশাহী সিটিতেও ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী কোনো প্রার্থী ছিল না। ফলে নিরুত্তাপ এই নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটার ভোটকেন্দ্রে যাবেন কি না তা নিয়ে জনমনে সংশয় ছিল। আরচণবিধি ভঙ্গের ঘটনা এবং এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগ রাজশাহীতেও ছিল। অন্যান্য সিটির মতো এই সিটিতেও ইভিএম জটিলতা ছিল। ভোটের দিন একটি কেন্দ্রের ভোট দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর সংঘর্ষের কারণে কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল।

এই নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি ভালো ছিল এবং সার্বিক বিবেচনায় ছোট-খাটো কিছু অভিযোগ থাকলেও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন সুষ্ঠু হয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, কয়েকটি কারণে এই নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু হয়েছে বলে আমরা মনে করি। প্রথমত, সকল বড় রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় নির্বাচন কমিশনের কাছে এই নির্বাগুলো আয়োজন অপেক্ষাকৃত কম চ্যালেঞ্জিং ছিল; দ্বিতীয়ত, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে অনুষ্ঠিত এ সকল নির্বাচনকে সরকার সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ করতে চেয়েছে এবং তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভিসা নীতি ঘোষণার পর নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা যথাযথ আচরণ করেছে।

নির্বাচনের ফলাফল

সাধারণত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট পড়ার হার বেশি থাকে। তবে এবারের নির্বাচনে তেমনটি দেখা যায়নি। নির্বাচনের আগে থেকে ধারণা করা হচ্ছিলো যে, যেহেতু সকল দলের অংশগ্রহণে এই নির্বাচন হচ্ছে না, সেকারণে ভোট পড়ার হার কম হতে পারে। হয়েছেও তাই।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবারে ভোট পড়েছে ৪৮.৭৫%; ২০১৮ সালে এই হার ছিল ৫৭.০২%। খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবারে ভোট পড়েছে ৪৭.৮৫%; ২০১৮ সালে এই হার ছিল ৬২.১৯%। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবারে ভোট পড়েছে ৫১.৪৬%; ২০১৮ সালে এই হার ছিল ৬৪.০০%। সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবারে ভোট পড়েছে ৪৬.০০%; ২০১৮ সালে এই হার ছিল ৬২.২৮%। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবারে ভোট পড়েছে ৫৬.২০%; ২০১৮ সালে এই হার ছিল ৭৮.৮৬%।

পাঁচটি সিটি নির্বাচনের মেয়র পদের ফলাফলে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র গাজীপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছেন; অবশিষ্ট ৪টি অর্থাৎ খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। গাজীপুরে জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়দা খাতুন। খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে জয়ী হয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী যথাক্রমে তালুকদার আব্দুল খালেক, আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ, মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী এবং এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় ধারণা করা হচ্ছিলো যে, মেয়র পদের নির্বাচন হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন। চারটি সিটিতে এই ধারণা সত্যি হলেও গাজীপুরের নির্বাচনটি ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে বিরোধ এবং বিকল্প প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়া বর্ষীয়ান রাজনীতিক অ্যাডভোকেট আজমত উল্লা খান হেরে গিয়েছেন। তাঁর অনেক যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, তিনি রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন, বাকপটু নন, স্থানীয় সরকারের কাজে অভিজ্ঞ নন, এমন একজন প্রার্থীর কাছে শুধুমাত্র তাঁর ছেলের পরিচয়ে পরিচিতির কারণে হেরে গিয়েছেন। অ্যাডভোকেট আজমত উল্লা খানের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের মনে হয়েছে, আওয়ামী লীগের ভোট ভাগ হয়ে যাওয়া, আওয়ামী বিরোধী ভোট একত্রিত হওয়া, যথেচ্ছ টাকার ব্যবহার, সাধারণ শ্রমজীবী-নিম্নবিত্ত মানুষদের তাঁর সাথে অবাধ মেলা-মেশা সুযোগ কম থাকা বা শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে তাঁর গ্রহণ যোগ্যতা না থাকা ইত্যাদি কারণে তিনি হেরে গিয়েছেন। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে ক্ষমতাসীন দলে মতবিরোধ থাকলেও সেখান কোনো বিদ্রোহী প্রার্থী ছিল না। পাশাপাশি আওয়ামী বিরোধী শক্তিশালী একক কোনো প্রার্থী ছিল না। তাছাড়া শিক্ষিত-সচেতন ভোটারদের মধ্যে ধর্মীয় উগ্রবাদী শক্তির উত্থানের আশঙ্কা ছিল। এসকল কারণে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে এই নির্বাচনে তেমন কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়নি।

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচন দলীয় প্রতীকে হয় না। তবে তবে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো কাউন্সিলর প্রার্থীদের সমর্থন দিয়ে থাকে। এবারের নির্বাচনে কোনো কোনো দলের সমর্থিত প্রার্থী থাকলেও, অনেক দল প্রকাশ্যে প্রার্থীদের সমর্থন দেয়নি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের যে সকল নেতা-কর্মী নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, তাঁদের দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। গণমাধ্যমের সূত্রে কাউন্সিলর প্রার্থীদের ফলাফল সম্পর্কিত যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা নিম্নরূপ:

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন: গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৫৭টি কাউন্সিলর পদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ৪৪ জন এবং বিএনপি পন্থী ১৩ জন (যাদের বহিস্কার করা হয়েছে) নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৫ নং সাধারণ ওয়ার্ডের বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী ফয়সাল আহামেদ সরকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ১৮ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে একজন বিএনপি পন্থী কেয়া শারমিন (যাকে বহিস্কার করা হয়েছে) নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যান্যদের রাজনৈতিক পরিচয় জানা যায়নি।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন: খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩১টি কাউন্সিলর পদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ৩০ জন এবং ১ জন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ১৩ নং সাধারণ ওয়ার্ডের প্রার্থী এস এম খুরশিদ আহাম্মেদ এবং ২৪ নং সাধারণ ওয়ার্ডের প্রার্থী জেড এ মাহমুদ আলী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

৮ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী কনিকা সাহা নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যান্যদের রাজনৈতিক পরিচয় জানা যায়নি।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন: বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৩০টি কাউন্সিলর পদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ৩০ জন এবং বিএনপি পন্থী ৬ জন (যাদের বহিস্কার করা হয়েছে) নির্বাচিত হয়েছেন। অবশিষ্ট ২ জনের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ৭ নং সাধারণ ওয়ার্ডের প্রার্থী রফিকুল ইসলাম খোকন বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ৭ জন এবং বিএনপি সমর্থিত ২ জন নির্বাচিত হয়েছেন। অন্য একজনের রাজনৈতিক পরিচয় জানা যায়নি।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন: সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৩০টি কাউন্সিলর পদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ২২ জন, বিএনপি পন্থী ৬ জন (যাদের বহিস্কার করা হয়েছে) এবং অবশিষ্ট ৮ জনের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে নির্বাচিতদের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন: রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৩০টি কাউন্সিলর পদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ২২ জন, বিএনপি পন্থী ৫ জন (যাদের বহিস্কার করা হয়েছে), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি সমর্থিত ১ জন এবং অবশিষ্ট ২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। উল্লেখ্য, ২০ নং সাধারণ ওয়ার্ডের প্রার্থী মোঃ রবিউল ইসলাম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

রাজশাহীতে সংরক্ষিত ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে তৃতীয় লিঙ্গের একজন নির্বাচিত হয়েছেন। কাউন্সিলর পদে নির্বাচিতদের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

উপসংহার

বর্তমানে জেলা পরিষদ নির্বাচন ব্যতীত বাংলাদেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন হয় দলভিত্তিক। তবে দলভিত্তিক এই নির্বাচন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল বর্জন করায়, এই নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বরিশালের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সিলেট ও রাজশাহীর নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেওয়ায় এই দুটি নির্বাচন আরও প্রতিযোগিতাহীন হয়ে পড়ে। ফলে এই নির্বাচন আপাতদৃষ্টিতে সুষ্ঠু হলেও সার্বিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্যতার সংকটে থাকবে।

এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলোসহ বিভিন্ন নির্বাচন প্রতিযোগিতাহীন হওয়ার মূল কারণ নিহিত রয়েছে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে। কেননা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ অন্যান্য কিছু রাজনৈতিক দল পূর্বেই ঘোষণা দিয়েছিল যে, বর্তমান সরকারের অধীনে তাঁরা কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না। উক্ত ঘোষণা অনুযায়ীই বিএনপিসহ দলগুলো বিভিন্ন নির্বাচন বর্জন করছে। সঙ্গত কারণেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন।

আমরা জানি যে, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুয়ায়ী আগামী ১ নভেম্বর ২০২৩ থেকে ২৯ জানুয়ারি ২০২৪-এর মধ্যেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা - অবশ্য কোনো কারণে সংবিধান ভেঙ্গে দিলে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। এদেশের সাধারণ মানুষ একটি অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন চায়। কিন্তু বিরাজমান বাস্তবতা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের অনুকূল নয়। কেননা, ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার জোটসঙ্গীরা চায় বর্তমান সংবিধানের আওতায় এবং বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন। অপরদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ অন্যান্য কিছু রাজনৈতিক দল চায় নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকার। গত ১২ জুলাই ২০২৩ থেকে বিএনপি, গণতন্ত্র মঞ্চ, ১২ দলীয় জোট, এলডিপি, গণফোরাম, গণ অধিকার পরিষদসহ ৩৭টি রাজনৈতিক দল **'সরকারের পদত্যাগ'**-এই এক দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে।

এমতাবস্থায় রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে যদি সংলাপ না হয়-সমঝোতা না হয়; সেক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন তো দূরের কথা, দেশ চলে যেতে পারে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে -যা কারোই কাম্য নয়। তাই, নির্বাচন কমিশনের উচিৎ সরকার এবং ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জাতীয়তাবাদী দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এডভোকেসি করা। তাঁদের বলা যে, নির্বাচন কমিশন একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু নির্বাচন চায়; একটি অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন চায়। এই অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন সহায়ক পরিবেশ। আর এই সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে রাজনৈতিক দলসমূহকেই। সে জন্য প্রয়োজন পরস্পরের মধ্যে সংলাপ করা এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে সমঝোতায় আসা। নির্বাচন কমিশনকে এ বার্তাও দিতে হবে, সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি না হলে, নির্বাচন কমিশন যেন-তেন একটি নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্ব নেবে না। আরও কিছু বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: (১) প্রার্থীদের **হলফনামার ছকে পরিবর্তন আনা** (যেমন, সম্পদের তথ্য); (২) মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলকৃত **হলফনামাগুলোর তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা ও অসত্য তথ্য প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ**-প্রয়োজনে প্রার্থীতা বাতিল করা; (৩) যোগ্য প্রার্থী বা ভোটারদের পছন্দনীয় প্রার্থী না থাকলে, ভোটাররা যেন সকলকে বর্জন করতে পারে, সেজন্য **'না ভোট'-এর বিধান পুনঃপ্রবর্তন;** এবং (৪) **নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে সার্চ প্রটোকলসহ ভোটার তালিকা সন্নিবেশ করা**। উল্লেখ্য যে, ভোটার অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(৭) ধারায় বলা হয়েছে, "ভোটার তালিকা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশনের ওয়েব সাইটে সর্বসাধারণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং হালনাগাদকৃত তালিকা দ্বারা উহা প্রতিস্থাপিত হইবে।"

প্রসঙ্গক্রমে আমরা আর একটি বিষয়ে কথা বলতে চাই। গত ৪ জুলাই ২০২৩-এ জাতীয় সংসদে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও)-এর যে সংশোধনী পাস করা হয়েছে, তাতে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে। **সুজন**-এর পক্ষ থেকে আমরা এই ধরনের উদ্যোগের প্রতিবাদ করছি এবং নির্বাচনে অনিয়ম ও বল প্রয়োগের মতো ঘটনায় নির্বাচনের দিন কোনো কেন্দ্র বা আসনের ভোট বন্ধ করাসহ তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনের যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো নির্বাচনি এলাকার নির্বাচন স্থগিত ও ফলাফল বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে ফিরিয়ে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছি। উল্লেখ্য, এই সংশোধনীর পর নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র ভোটের দিন কোনো অনিয়মের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করতে পারবে; ভোটের দিন ব্যতীত অন্য কোনো সময় নির্বাচন স্থগিত বা ফলাফল স্থগিত বা বাতিল করতে পারবে না।

আমরা মনে করি, এমনিতেই নির্বাচন কমিশন সকল রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংগঠনের কাছে আস্থা অর্জন করতে পারেনি। আরপিও-এর এই সংশোধনী নির্বাচন কমিশনকে আরও আস্থার সংকটে ফেলবে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে একটি ক্ষমতাহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে। তাছাড়া সকল দলের অংশগ্রহণে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হবে কি না, তা নিয়ে আমরা যখন সংকটে নিমজ্জিত, তখন এই ধরনের একটি উদ্যোগ এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে - যা কোনো সচেতন নাগরিকের কাম্য নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে লজ্জাকর বিষয় ক্ষমতা কমানোর এই প্রস্তাব নির্বাচন কমিশন থেকেই সরকারকে দেয়া হয়েছিল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালন করতে হলে, নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে আইনি দায়িত্ব পালন করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা হ্রাস করা সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে বলে আমরা মনে করি।